

শিকাগোতে আইসের গুলিতে নিহত ১

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শিকাগোতে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের অভিযানে গ্রেপ্তার এড়াতে পালানোর সময় ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্যালিফোর্নিয়ায় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মুখোশ ব্যবহার বন্ধে বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার আইনসভা নতুন একটি বিল পাস করেছে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় মুখ ঢেকে রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলসে সাম্প্রতিক অভিবাসন অভিযানে মুখোশ পরা ফেডারেল এজেন্টদের উপস্থিতির জেরে এ আইন আনা হলো। বিলটি অনুযায়ী, স্থানীয় পুলিশ থেকে শুরু ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ২৯ বছর পেরিয়ে ৩০এ

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 29 ॥ Issue 50 / September 15, 2025, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ২৯ ॥ সংখ্যা ৫০ ॥ সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫, ভাদ্র ৩১, ১৪৩২ ॥ রবিউল আউয়াল ২৩, ১৪৪৭

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ ২৭ সেপ্টেম্বর

ড. ইউনূস নিউইয়র্ক আসবেন সোমবার

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্ক আসছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ইতিমধ্যেই অধিবেশন শুরু হয়েছে। তবে অধিবেশনের মূল ডিবেট হবে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই অধিবেশনে ড. ইউনূস বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রফেসর ড. ইউনূস ২১ সেপ্টেম্বর রোববার দিবাগত রাতে নিউইয়র্কের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন। তাঁর ৩২ -এর পৃষ্ঠায় দেখুন



শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে মিডিয়া দু'টির সকল পাঠক-দর্শক, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

— সম্পাদক

ত্রিশে বাংলা পত্রিকা, বারোয় টাইম টেলিভিশন

কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় আলোকবর্তিকা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে এবং একই সাথে নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন পা পা করে বারোতম বর্ষে পৌঁছে গেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা পত্রিকার দীর্ঘ ২৯ বছর আর টাইম টেলিভিশনের গত ১১ বছরের পথ পরিক্রমায় মিডিয়া দু'টি নি:সন্দেহে কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন কমিউনিটি সেবার মহান লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে উপজীব্য করে উত্তর আমেরিকার কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে আগামীতেও কাজ করে যাবে। কমিউনিটির সকল কর্মকান্ডে মিডিয়া দু'টির সার্বিক সাহায্য সহযোগীতা সব সময় অব্যাহত থাকবে।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপত্র বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান ৩২ -এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায়

রঙিন বাড়ির আড়ালে এক বাঙালির মিলিয়ন ডলারের প্রতারণা!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্সের এস্টোরিয়ায় আলোচিত রঙিন বাড়ির মালিকের প্রতারণার খবরে বাঙালি কমিউনিটিতে শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। তীব্র সমালোচনা। এস্টোরিয়ার ৩৬তম এভিনিউয়ের লাল-হলুদ রঙের মিশেলে তিনতলা দৃষ্টিনন্দন এই রঙিন বাড়ির মালিক বাংলাদেশি রশিদুন বখারি। রশিদুন বখারির চাকচিক্যময় জীবনযাত্রার অন্তরালে যে জালিয়াতির গল্প লুকিয়েছিলো সেটি কখনো বাঙালি কমিউনিটির কেউই তেমন জানতেন না।

সম্প্রতি আড়াই মিলিয়ন ডলারে বিক্রির জন্য তোলা হলেও এর আড়ালে লুকিয়ে ছিল মিলিয়ন ডলারের প্রতারণার কাহিনি।

মঙ্গলবার দ্য নিউইয়র্ক টাইমস এ বাড়ির মালিকের মিলিয়ন ডলারের প্রতারণার তথ্য উল্লেখ করে 'কুইন্সের রঙিন বাড়ি, অন্ধকার গোপন কাহিনি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন করে। এরপরই ওই বাড়ির মালিকের ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

অবশেষে মামদানিকে সমর্থন গভর্নর ক্যাথি হোকুলে'র





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আলোচনা-সমালোচনার পর অবশেষে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানীকে সমর্থন জানালেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল।

রবিবার নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত একটি মতামত কলামে হোকুল লিখেছেন, দীর্ঘ ভেবেচিন্তে ও কয়েক মাসের খোলামেলা আলোচনার পর তিনি মামদানিকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে শীর্ষ ডেমোক্র্যাট নেতাদের সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার এবং প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্র্যাট নেতা হাকিম জেফ্রিজ।

হোকুল লিখেছেন, অনেক বিষয়ে তাদের মতভেদ থাকলেও তিনি মামদানির ভেতরে এমন একজন নেতাকে খুঁজে পেয়েছেন যিনি নিরাপদ নিউইয়র্ক ও সবার জন্য সুযোগ তৈরির স্বপ্ন ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE

Shamsher Ali
President & CEO

29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

সাবওয়েতে দূর্বৃত্তের হামলার শিকার বাংলাদেশি যুবক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আবারো নিউইয়র্কের সাবওয়ে ট্রেনে দূর্বৃত্তের হামলার শিকার হয়েছেন মুকিতুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি-আমেরিকান যুবক। বুধবার বেলা ১২ টার দিকে জ্যামাইকা থেকে ই ট্রেনযোগে ম্যানহাটনে যাওয়ার পথে কুইন্স প্লাজা সাবওয়ে স্টেশনে মুকিতুলের ওপর হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায় ওই দূর্বৃত্ত।

হামলার শিকার মুকিতুল ইসলাম জানান, লন্ডন থেকে আসা এক স্বজনকে নিয়ে বুধবার তিনি সাটফিন ব্রু-বার্ড থেকে ই ট্রেনে ম্যানহাটনের ফিফটি থ্রী লেক্সিংটনে যাচ্ছিলেন। ট্রেনটি কুইন্স প্লাজায় গিয়ে থামার পর হঠাৎ এক যুবক এসে তার মুখে কিল- ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন

- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

ডাকসুতে শিবিরের বিজয়: জনপ্রিয়তা না কৌশল?







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জুলাই অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতার পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। যে ডাকসুতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী দলের ছাত্রসংগঠনের কখনো ঠাঁই হয়নি, সেই ডাকসুই এখন ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রায় দখলে চলে গেল। ভিপিসহ বেশির ভাগ পদে জয় পেয়েছে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠনটি। অন্যদিকে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরের নির্বাচনে ডাকসুতে ছাত্রদল জয়ী হয়েছিল, বিএনপির সেই ছাত্রসংগঠনটির এবার ভরাডুবি হলো।

৯ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে ডাকসুর ভিপি, জিএস, এজিএসসহ ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতে জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট'। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে কেউই জয় পায়নি। এ ফল নিয়েই এখন চলছে আলোচনা। কেউ কেউ শিবিরের এমন ফল নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও অনেকেই এমনটা আন্দাজ করেছিলেন।

তাঁরা বলছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস থেকে না হলেও ক্যাম্পাসে দখলদারত্বের অতীত কর্মকাণ্ড বিবেচনায় বিকল্প হিসেবে শিবিরের প্রার্থীদের প্রতি অনেকে আস্থা রাখতে চেয়েছেন। নিয়মিত কৌশল ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে শিবির দৃশ্যত শিক্ষার্থীদের বড় অংশকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে 'ভালো বোঝাপড়া' থাকায় তারা বড় বাড়তি সুবিধা পেয়েছে।

অন্যদিকে ছাত্রদলের ভরাডুবির পেছনে দেরিতে প্যানেল ঘোষণা, প্রচারে নতুনত্বের অভাব, সমন্বয়হীনতা ও কৌশলের অভাব দেখছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকে। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে হল পর্যায়ে কমিটি করাকে কারণ হিসেবে দেখাতে চান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বলেন, ডাকসু নির্বাচন ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'সিআই' এর এজেন্ট দাবি করা সেই এনায়েত করিম গ্রেপ্তার

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশেষ একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট দাবি করা এনায়েত করিম চৌধুরী ওরফে মাসুদ করিমকে (৫৫) সন্দেহভাজন হিসেবে আটকের পর ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। এই মামলায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালে রাজধানীর মিন্টো রোড থেকে তাঁকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে জব্দ করা পাসপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, তিনি আমেরিকান নাগরিক।



আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এনায়েত করিম নিজেকে মাসুদ করিম নামে পরিচয় দেন। তিনি নিজেকে গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের প্রধান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই পরিচয়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখান। ২০১৮ সালের ভোটের আগেও তিনি একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে দেশের বাইরে বৈঠক করেন।

সংশ্লিষ্ট একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এনায়েত করিম বলেছেন, বর্তমান সরকার পরিবর্তন করে নতুন জাতীয় সরকার গঠনে কাজ করতে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। তাঁর দাবি, তিনি বিশেষ একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট। ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মিশিগানে ইকরা একাডেমির কুরআন কনফারেন্স

মিশিগান: যুক্তরাষ্ট্রে ইকরা একাডেমি অব মিশিগানের উদ্যোগে ইসলামিক সেন্টার অব ওয়ারেন প্রাঙ্গনে রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় কুরআন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামিক সেন্টারের প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী আব্দুল হক ও ইকরা একাডেমির শিক্ষক হাফেজ রেদওয়ানের যৌথ উপস্থাপনায় কুরআন কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে তিলাওয়াত করেন আন্তর্জাতিক ক্বারী শায়খ আহমদ বিন ইউসুফ আল আজহারী, ক্বারী শায়খ মাগদি বদর।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আব্দুল লতিফ আজম, মাওলানা হাফেজ আব্দুল বাছিত চৌধুরী, হাফেজ রায়হান উদ্দিন, মাওলানা সাঈদ আহমদ, হাফেজ মিনহাজ আহমেদ প্রমুখ। কুরআন কনফারেন্সের শুরুতে তিলাওয়াত করেন ইকরা একাডেমির মেধাবী শিক্ষার্থী রাদি আহমেদ। ইসলামী সংগীত পরিবেশন করেন রেনেসাঁ কালচারাল গ্রুপ অব মিশিগানের পরিচালক শিল্পী শফিকুল ইসলাম রুবেল, সহকারী পরিচালক শিল্পী সুলায়মান আল মাহমুদসহ শিল্পীবৃন্দ।



হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?



Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

মেরী জোবায়দার প্রার্থীতা ঘোষণা: ক্যাম্পেইনে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন

১৮-এর পৃষ্ঠায় পর

করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সহ সভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও মেরী জোবায়দার কমিউনিকেশন ডিরেক্টর জেমস কর্জা।

অনুষ্ঠানে মেরী জোবায়দা তার বক্তব্যে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন এবং তার নির্বাচনী এজেন্ডা নিয়ে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ডেমোক্র্যাটদের সিটি, অভিবাসীদের সিটি। সবাই মিলেন আমাদের এই সিটিকে সুন্দর করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে মেরী জোবায়দাকে একজন যোগ্য প্রার্থী হিসেবে সমর্থন জানান।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স সহ ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কস বরো থেকে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক সমর্থক যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম এবং টাইম টেলিভিশনের পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু সহ এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য ফয়সল আহমেদ, মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এনাম উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।









The Weekly Bangla Patrika

Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বাংলা পত্রিকা-টাইম টেলিভিশন

বাঙালি কমিউনিটির প্রসারে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস

বাংলা পত্রিকার ২৯ বছর পেরিয়ে ত্রিশে ও টাইম টেলিভিশনের ১১ বছর পেরিয়ে ১২ বছরে পদার্পন । এ দীর্ঘ পথচলায় উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ।

বাংলা পত্রিকার ২৯ বছর এবং টাইম টেলিভিশনের ১১ বছর পূর্তি নিঃসন্দেহে আমাদের কমিউনিটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকবো–প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের কথা বলার, জানার, জানাবার এবং সংযুক্ত থাকার একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটি দিনদিন বড় হচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে, এবং বহুমুখী সম্ভাবনার দ্বার খুলছে। এই যাত্রায় আমাদের কমিউনিটির সমস্যাবলি, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও সাফল্যগুলো নীরবে থেকে গেলেই চলবে না–তা তুলে ধরতে হবে গঠনমূলকভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে। বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন সেই কাজটিই করে চলেছে নিরলসভাবে।

ইমিগ্রেশন নীতিমালা, অভিবাসন প্রক্রিয়া, শিক্ষাগত ও পেশাগত সুযোগ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য–এইসব বিষয়ের ওপর তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ পাঠকদের যেমন সচেতন করছে, তেমনি প্রজন্মান্তরে একটি সংযোগ তৈরির কাজও করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি হলো নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা এবং কমিউনিটির প্রতি আন্তরিক দায়িত্ববোধ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন আগামীতেও বাংলাদেশি কমিউনিটির কথা বলবে, সত্য তুলে ধরবে, এবং ভবিষ্যতের পথচলায় পাশে থাকবে–একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং সচেতন প্রবাসী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে।

আমাদের এই পথচলায় যারা শুরু থেকে পাশে ছিলেন, আমাদের পাঠক, দর্শক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী এবং সমর্থকদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

আসুন, আমরা সবাই মিলে আগামী দিনগুলোতেও এই প্রবাসে আমাদের কমিউনিটিকে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাই। বিশ্ব দরবারে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ থাকি। প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করি আগামীর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে ।



গালিগালাজের অপসংস্কৃতি

সেলিম জাহান



আর পাঁচজনের মতো গালিগালাজে আমার হাতেখড়ি ছোটবেলাতেই। অন্য দশজনের মতো এ বিষয়ে আমার দীক্ষা বন্ধুদের কাছেই। কোনো কোনো বন্ধুর গালিগালাজের সম্ভার ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তাদের মধ্যে একজনের গালিগালাজের সম্ভার শুধু আধিভধানিক পর্যায়ের ছিল, তাই সেই সম্ভারের যথাসময়ে এবং যথাযথ প্রয়োগের শৈল্পিক প্রয়োগের পারঙ্গমতায় আমরা অবাক মানতাম। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে বেড়ে উঠেছি, তাই আমাদের গালিগালাজের আধার যেমন ছিল সর্বজনীন, তেমনি সেই আধারে বরিশালের স্থানীয় লোকজ গালিগালাজও ছিল। পাকিস্তানের কারণে উর্দু গালি ব্যবহারের রেওয়াজ আমাদের কালে ছিল।

কিন্তু গালিগালাজের জ্ঞান সঞ্চয় এবং বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমার কোনো লাভ হলো না। সেই জ্ঞানভান্ডার ব্যবহারের কোনো সুযোগই পেলাম না দুটি কারণে। এক, ভালো ছাত্র হওয়ায় বরিশাল শহরে একটু-আধটু জানাশোনা ছিল বলে আমার মুখ থেকে গালি বেরোবে, এটা ছিল নৈবচ নৈবচ–এমনকি আমার গালিগালাজের দীক্ষাগুরু বন্ধুদের কাছেও। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য। একবার শুধু রাস্তায় রেগে গিয়ে একটি গালি দিয়েছিলাম বলে পাশের দোকান থেকে অশ্বিনীদা বেরিয়ে এসে আমার গালে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং অধীত বিদ্যা ব্যবহারের কোনো সুযোগই আমার থাকল না।

তা ছাড়া আমার যেসব বন্ধুবান্ধব কথায় কথায় গালি বা খিস্তির শব্দ ব্যবহার করত, খেয়াল করে দেখলাম যে তাদের বাড়ির ভেতরেও গালির চল ছিল। তাদের মা-বাবাও গালিগালাজ করতেন। আমাদের বাড়িতে তার কোনো সুযোগই ছিল না। আমার বাবার গালি শব্দ ছিল একটাই–'বদমাশ'–ভদ্রলোক সারা জীবনে এর ওপরে আর উঠতে পারলেন না। আমার মায়ের গালির শব্দভান্ডার আরেকটু বিস্তৃত ছিল–'শয়তান', 'বান্দর', 'ইবলিস', 'বদমাইশ' ইত্যাদি। তবে এগুলো গালি পদবাচ্য কি না, তা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং এই শব্দাবলি অভ্রান্তভাবে নিক্ষিপ্ত হতো তাঁর সন্তানদের প্রতি। ভদ্রমহিলাকে আমরা আসলে কম জ্বালাইনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নানান ইংরেজি গালি শেখা গেল ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বান্ধবদের কল্যাণে। তবে বাংলা মাধ্যমে পড়ার কারণে সব ইংরেজি গালির অর্থ যে বুঝি, তা নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত অঙ্গন–সুতরাং বুঝে, না বুঝে আমি সেসব গালিগালাজের যত্রতত্র ব্যবহার করতে থাকলাম। একদিন একটি বাক্যে এমন একটি গালি ব্যবহার করার পর ক্যাডেট কলেজে পড়া এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যে শব্দটি ব্যবহার করলে, তার মানে কি তুমি জানো?' আমার 'না' উত্তর শুনে সে আমাকে বলল, 'শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জঘন্য।' সে শব্দটির অর্থ বলে খুব শান্ত স্বরে আমাকে বলল, 'যে শব্দের মানে তুমি জানো না, সে শব্দ তোমার ব্যবহার করা উচিত নয়।' সেদিন যে শিক্ষা আমার বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিলাম, তা সারা জীবন মেনে চলেছি।

গালিগালাজের ব্যাপারে তিনটি বিষয় চিরকাল জেনে এসেছি। প্রথমত, সাধারণ ভাষা এবং গালির ভাষার মধ্যে যোজন দূরত্ব আছে। এখন যে ভাষা অনবরত ব্যবহার করা হচ্ছে বলায়, লেখায় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, সেখানে সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার মধ্যকার ভিন্নতা অপসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে এটাও দেখেছি, মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে, যখন সে রেগে যায়, অন্যকে ছোট করতে চায়, পরিহাস করতে চায়। তবে সাধারণ অবস্থায় মানুষ গালির ভাষা ব্যবহার করে না।

দ্বিতীয়ত, গালিগালাজের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অমার্জিত ভাব। সাধারণ ভাষার একধরনের পরিশীলন থাকে। সে ভাষা প্রমিত হতে হবে, এমনটা নয়, কিন্তু সেটা মার্জিত হয়। সেই মার্জিত ব্যাপার গালিগালাজে থাকে না। সেই ভাষা বড় নগ্ন। সাধারণ ভাষার একটি সর্বজনগ্রাহ্যতা থাকে, গালিগালাজে একটি বিভাজন থাকে। সব গালিগালাজ সর্বত্র সমভাবে ব্যবহার করা হয় না–তার স্থান পরিপ্রেক্ষিত আছে, গোষ্ঠী পরিপ্রেক্ষিত আছে, বয়স পরিপ্রেক্ষিত আছে।

তৃতীয়ত, কথ্য ভাষা আর গালির ভাষা এক নয়। প্রমিত ভাষা নয় কথ্য ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা; কিন্তু সেগুলো গালির ভাষা নয়। নানান আঞ্চলিক ভাষায় নানান কথ্য শব্দ আছে, যেগুলো হয়তো পরিশীলিত নয়, হয়তো সেগুলো অশ্লীল, কিন্তু গালিগালাজ নয়।

সব গালিগালাজের মধ্যে একধরনের অশ্লীলতার গন্ধ থাকে, কিন্তু সব অশ্লীল শব্দই গালি নয়।

আজ জীবনের এ প্রান্তে এসে বর্তমান সময়ে মানুষের কথায়, লেখায়, মন্তব্যে আমি হতবুদ্ধি, বড় অসহায় বোধ করছি, অনেকটা দিশেহারাও বলা চলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো বটেই, নাটকেও গালাগালির ছড়াছড়ি। জানি এবং মানি যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিবর্তন ঘটে, শব্দসম্ভার বদলায়, গালিরও পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি প্রজন্মই তাদের প্রজন্মের জন্য কিছু নির্বাচিত শব্দের প্রচলন ও ব্যবহার শুরু করে, নতুন নতুন গালিও আবিষ্কার করে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে আবার বদলায়। কিন্তু সাধারণ ভাষা আর গালির ভাষার পার্থক্য বজায় থাকে।

অথচ বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখি যে গালির ভাষাই কখন যেন সাধারণ বক্তব্যের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গালির ভাষা ভিন্ন কথা হয় না, বলা হয় না, লেখা হয় না। কারও বক্তব্যের সঙ্গে মতের অমিল হলে সাধারণ ভাষায় তাকে তা বলা হয় না, বলা হয় গালি দিয়ে। কাউকে পছন্দ না হলে গালির মাধ্যমে তার চরিত্র হনন করা হয়। গালির তুবড়ি ছুটিয়ে কাউকে অপদস্থ করা হয়। দেখেশুনে মনে হয়, গালিগালাজ আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং সেই গালিগালাজের একটি মূল আঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অশ্লীলতা। কাউকে গালি দিতে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো চরম অশ্লীল।

তিনটি বিষয় আমাকে শঙ্কিত করে। এক, আমি খুব অবাক বিস্ময়ে দেখি যে যাঁদের আমি শিক্ষিত, মার্জিত, সুকুমারবৃত্তির সঙ্গে জড়িত মনে করি, তাঁরাও আজ গালিগালাজের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছেন, সেই বলয়ে বিচরণ করছেন। জানি না এর কারণ কী। তরুণদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁদের জননন্দিতা বৃদ্ধির জন্য, নাকি এটাকে আধুনিকতা ভেবে আধুনিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়?

দুই, তরুণসমাজ এই গালিগালাজের সংস্কৃতির মধ্যেই তাদের আত্মসত্তা এবং আত্মপরিচয়কে সম্পৃক্ত করেছে। এটা কি তাদের বিদ্রোহ, নাকি এর মধ্যেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য তারা খুঁজছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মপরিচয় প্রকাশের, স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠাপনের আরও তো নানান রকমের পন্থা আছে। সেখানে অশ্লীল গালিগালাজের পথই কি শ্রেয়?

তিন, গালিগালাজের ক্ষেত্রে একরকমের শ্রেণিভেদ আছে। যেমন আমরা বন্ধুদের ক্ষেত্রে যে গালি দিতাম, তা আর কারও প্রতি ব্যবহার করতাম না। কিন্তু আজ ছোটরা নির্বিচার যেসব গালিগালাজ বড়দের প্রতি ছুড়ে দেয়, তা অচিন্তনীয়। বড়দের ক্ষেত্রেও এখন সে কথা প্রযোজ্য।

শেষের কথা বলি। গালিগালাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু তা একটি জাতির সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে, জাতির সংস্কৃতি হতে পারে না। আমরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হই।

আমেরিকায় এশিয়ান আমেরিকান ও বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম

ইতিহাস, সংকট ও সম্ভাবনা



ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

আমেরিকায় অভিবাসী সংবাদমাধ্যম কেবল সংবাদ প্রচারের মাধ্যম নয়; এটি অভিবাসীদের টিকে থ াকার দলিল। কখনো বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র এবং সবসময়ই নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার প্রতীক। এশিয়ান আমেরিকান ও প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ (অঅচও) সম্প্রদায় উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে নিজেদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করে। এই যাত্রার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশি অভিবাসী সংবাদমাধ্যমের জন্ম, বিকাশ এবং বর্তমান সংকটকে বোঝা যায়। বিশেষত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অভিবাসী ঢেউ আমেরিকায় সংবাদমাধ্যমের নতুন ইতিহাস রচনা করে।

চীনা, জাপানি ও ফিলিপিনো অভিবাসীরা উনিশ শতকের শেষ ভাগে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এ সংবাদপত্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তিনটি–

১) অভিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ,

২) বৈষম্য ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জায়গা তৈরি এবং

৩) সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখা।

তাদের এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। কারণ প্রবাস জীবনে ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরার একমাত্র নির্ভরশীলতা ছিল সংবাদপত্র।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বংশোদ্ভূত আমেরিকানদের ইন্টার্নমেন্ট ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ভয়াবহ সেই পরিস্থিতিতেও তারা সংবাদপত্র চালু রেখেছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলো যেমন খবরের উৎস ছিল, তেমনি তাদের টিকে থাকার ইতিহাস হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়ে দেয় অভিবাসী সংবাদমাধ্যম শুধু সাংবাদিকতা নয়, বরং একটি জাতিগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার নথি।

বাংলাদেশ থেকে বড় পরিসরে অভিবাসন শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশিরা বসতি গড়তে শুরু করেন। নতুন প্রজন্মের অভিবাসীরা দ্রুত বুঝতে পারেন যে, প্রবাস জীবনে টিকে থাকতে নিজেদের ভাষার সংবাদমাধ্যম অপরিহার্য।

বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলো প্রথমদিকে ছিল সাদামাটা, স্বল্পসংখ্যক পাঠকের জন্য প্রকাশিত। তবে এগুলো প্রবাসীদের কাছে ছিল আত্মপরিচয়ের প্রতীক। বিদেশের মাটিতে বাংলা খবর পড়া মানে ছিল নিজেকে খুঁজে পাওয়া, মাতৃভাষায় নিঃশ্বাস নেওয়া।

২০০১ সালের ৯/১১ হামলার পর দক্ষিণ এশীয় সংবাদমাধ্যম এক নতুন রূপ নেয়। মুসলিম এবং দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীরা বর্ণবাদ, সন্দেহ এবং বৈষম্যের মুখে নিজেদের সংবাদপত্র ও টেলিভিশনকে শক্তিশালী কণ্ঠে রূপান্তরিত করেন।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম তখন কেবল খবরই প্রকাশ করছিল না, এটি হয়ে উঠেছিল প্রবাসী জীবনের ব্যাখ্যাকার। অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড সমস্যা, কর্মসংস্থান, নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক বৈষম্যের খবর সবার আগে তুলে ধরছিল বাংলাদেশি সংবাদপত্র। একইসাথে এটি ছিল প্রবাসী সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রধান দলিল।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা আমেরিকায় সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় সংবাদপত্রকে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি, মুক্তিযুদ্ধের স্মরণসভা– এসব সাংস্কৃতিক আয়োজনে সংবাদপত্রের রিপোর্ট শুধু খবর নয়, বরং ইতিহাস সংরক্ষণের দলিল হয়ে আছে।

প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীরা সন্তানদের বাংলা শেখাতে, দেশের ইতিহাস জানাতে এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় করতে বাংলা পত্রিকা হাতে তুলে দিতেন। এর ফলে সংবাদমাধ্যম হয়ে ওঠে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন।

প্রবাসী রাজনীতিতে বাংলাদেশি সংবাদপত্র একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় সিটি কাউন্সিল নির্বাচন থেকে শুরু করে কংগ্রেসম্যান নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় ভূমিকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমই হয়ে উঠেছে প্রধান প্ল্যাটফর্ম।

> *সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান টাইম টেলিভিশন বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম হিসেবে অনন্য ভূমিকা রেখে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নিরলস এগিয়ে যাওয়ার দুরূহ কাজ করতে হচ্ছে একজন আবু তাহেরকে। এ সংগ্রাম বেশ কাছে থেকে দেখি। দেখি বলেই বিস্মিত হই এবং একজনের ব্যক্তিগত প্রয়াসের পাশে দাঁড়াই নিজের করণীয় মনে করে।*

বাংলাদেশি সংবাদপত্রের পাতায় অভিবাসীদের দাবি-দাওয়া, বঞ্চনার গল্প, এবং স্থানীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের গুরুত্ব বারবার উঠে এসেছে। এর ফলে প্রবাসী প্রজন্ম ভোটে অংশ নিতে শিখেছে এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থীরাও নির্বাচনে সফলতা পেয়েছেন।

আজকের দিনে বাংলাদেশি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন এক বড় সংকটের মুখে। প্রথমত, বিজ্ঞাপন কমে গেছে। স্থানীয় দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া বিজ্ঞাপন এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, পাঠকের অভ্যাস পাল্টেছে। তরুণ প্রজন্ম প্রিন্ট কপি পড়তে চায় না, তারা অনলাইনে খবর পড়ে।

তৃতীয়ত, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা বাড়ছে। ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ, এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালের ভিড়ে প্রথাগত সংবাদপত্র টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে।

তবে সংকটের পাশাপাশি সুযোগও তৈরি হয়েছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কম খরচে চালানো যায়, দ্রুত খবর ছড়ানো যায়, এবং পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা যায়। ফলে একাধিক তরুণ উদ্যোক্তা এখন অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইউটিউব টক শো, এবং পডকাস্ট চালাচ্ছেন।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম এখন শুধু খবর দিচ্ছে না, বরং কমিউনিটির ইতিহাস, সংগ্রাম এবং অর্জনের দলিল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারির সময় অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্যসেবা, ভ্যাকসিন এবং সরকারি সাহায্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান টাইম টেলিভিশন বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম হিসেবে অনন্য ভূমিকা রেখে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নিরলস এগিয়ে যাওয়ার দুরূহ কাজ করতে হচ্ছে একজন আবু তাহেরকে। এ সংগ্রাম বেশ কাছে থেকে দেখি। দেখি বলেই বিস্মিত হই এবং একজনের ব্যক্তিগত প্রয়াসের পাশে দাঁড়াই নিজের করণীয় মনে করে।

প্রবাসে অনেকেই সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন নিজেদের প্রভাবশালী হিসেবে দেখানোর জন্য। সাংবাদিকতাকে যখন ব্যবসা বা রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে নেওয়া হয়, তখন তা আর সাংবাদিকতা থাকে না। কেউ ভোটে দাঁড়ানোর জন্য, কেউ ভিন্ন ধান্দাবাজির মানসে এ মাধ্যমটি ব্যবহার করলেও বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের সংগঠক আবু তাহের সে পথে যাননি।

বাংলাদেশি অভিবাসীরা যেমন নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় সংবাদমাধ্যম ব্যবহার করেছেন, তেমনি বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনেও সংবাদপত্র ছিল প্রধান অস্ত্র। এশিয়ান আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যখন সহিংসতা বেড়ে যায়, তখন বাংলাদেশি সংবাদপত্র প্রতিবাদ জানায়, অভিবাসীদের সুরক্ষার দাবি তোলে এবং কমিউনিটির ঐক্য বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে।

আমেরিকায় এশিয়ান আমেরিকান সংবাদমাধ্যমের ইতিহাস আমাদের অস্তিত্বের দলিল। বাংলাদেশি অভিবাসীদের জন্য সংবাদমাধ্যম একইভাবে হয়ে উঠেছে পরিচয়ের প্রতীক, সংগ্রামের অস্ত্র এবং প্রবাস জীবনের স্মৃতিপঞ্জি। আজকে বিজ্ঞাপন, প্রযুক্তি ও পাঠকের অভ্যাস বদলে যাওয়ায় সংকট তৈরি হলেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তাই বলা যায়, অতীতের মতোই ভবিষ্যতেও বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম প্রবাস জীবনের ইতিহাস রচনায় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকবে।

লেখক: সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা

মানুষ গড়ার কারিগর

শিক্ষক বা মানুষ গড়ার কারিগর মাষ্টার আব্দুর রহিম সাহেবের চিন্তা ভাবনার আলোকে উজ্জীবিত হয়েই আজকের এই প্রবন্ধ।

আমার অভিজ্ঞতা ও ভাবনায় মাষ্টার আব্দুর রহিম শুধুই একজন সফল শিক্ষক নয় তিনি একজন একনিষ্ঠ দ্বীনের দা'ঈ তথা সমাজ চিন্তক। তার চিন্তা ভাবনায় ফুটে উঠেছে ধর্ম ও নীতি নৈতিকতার আলোকে মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। ব্যক্তির এমন চিন্তাই মানুষকে করে তোলে মানুষের কল্যাণে নিবেদিত যা ধর্মের আলোকে দাওয়াতে দ্বীন। মহান রব তার এই সৃষ্টিকে তার উত্তম চিন্তা ভাবনার আলোকে সমাজের কল্যাণে নিবেদিত রাখুন এটাই একান্ত কামনা।

আফসোস, দেশ তথা সমাজে বসবাসকারী আমাদের লক্ষ লক্ষ শিক্ষকদের মধ্যে যদি এমনই নৈতিক ভূমিকা বা তৎপরতা সছল থাকতো তাহলে আমাদের সমাজ হয়ে উঠতো আদর্শের প্রতীক। কারণ ,বোধ বিবেকে সফল হাজার বছরের সভ্যতার ধারক আমাদের জাতিস্বত্বা ছিলো জ্ঞানে গুণে সফল। তাদের কাছে ছিলো যেমনি জ্ঞানের কদর তেমনি জ্ঞানীরাও কদর। তাই তো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিতজনদেরে সমাজ দিয়েছে উচ্চতর স্থানে মূল্যায়ন।

সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষিত জনদের মূল্যায়নে ব্যবহৃত মূল্যবান শব্দটি ছিলো 'মাষ্টার' সাহেব বা সাব। মূল্যবান এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো শিক্ষিত ও গুণীজনদের সম্মানে বা কল্যাণে।



মোহাঃ আজিজুর রহমান

শিক্ষিতজনেরাও তাদের আচার আচরণে সামাজিকতায় নিজ আদর্শ তুলে ধরতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। কথা বার্তা আচার ব্যবহারে তারা সদা সতর্ক থাকতেন। এসব ছিলো আগেকার দিনের সমাজসভ্যতার বাস্তব ও অনুকরণীয় রূপ। যা সময়ের পরিক্রমায় আস্তে আস্তে এখন বিলীন হয়ে যাওয়ার পথে ধাবমান।

এমনই অধঃপতনের সময়ে যে সব বিবেকবান শিক্ষক বা শিক্ষিতজন মানুষ সমাজ কিংবা দেশ নিয়ে ভাবেন তাদের মধ্যে মাষ্টার আব্দুর রহিম অন্যতম জনদের একজন।

> *...সন্ত্রাসী, চাদাবাজী, খুনাখুনি ও বেলেল্লাপনা হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের ক্যাম্পাস জীবন। এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন শিক্ষক নামদারী কিছু লম্পট কারণ তাতে রয়েছে তাদের অসৎ স্বার্থ। রাজনীতির নামে বা রাজনীতির পরিচয়েও আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্থির ও আদর্শহীন করে তোলা হয়েছে, হচ্ছে...*

কারণ তিনি ভাবছেন মানুষ সমাজ তথা দেশ নিয়ে। তিনি ভাবছেন শিক্ষা নিয়ে নীতি নৈতিকতা নিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের জিন্দেগী নিয়ে। তার ভাবনার সফল প্রতিফলন ঘটছে প্রবাসজীবনে তার লেখা মূল্যবান বই গুলো।

পাশ্চাত্যের দেশ আমেরিকায় বসবাস করে তিনি এখানকার সমাজ ব্যবস্থার সাথে আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ফারাক নিয়ে যেমনি ভাবছেন তেমনি উত্তরণে ভূমিকা রাখতে তৎপর থাকছেন। এটাই হচ্ছে তার মানুষ ও সমাজ নিয়ে ভাবনার আসল বা মহৎ গুণ।

আর তাতেই রয়েছে শিক্ষক তথা দা'ঈ হিসাবে তার জীবন ও কর্মের সফলতা।

ব্যক্তি আব্দুর রহিমের সুতৎপরতা মনে জাগিয়ে দেয় যে দেশ তথা সমাজের শিক্ষিত মানুষজন যদি এভাবে ধর্ম ও মানুষের কল্যাণে একটু তৎপর হতেন তাহলে আমাদের সমাজচরিত্র এতো অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতোনা।

উচ্চ শিক্ষিত অধ্যাপক, আইনজীবি, পেশাজীবি, মৌলানা মৌলভীরা পারতেন সমাজ বিনির্মানে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে আর তাতে সাধারণ মানুষ তাদের স্থান দিতো শ্রদ্ধার আসনে। অতীতের মতো তারা হতেন, হতে পারতেন সমাজের সর্বত্র বরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, মাদ্রাসা আজ যেনো শিক্ষাদানের নামে এক আতংকের স্থান। শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীদের অনেকেই আজ নীতি নৈতিকতাহীন জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ। উশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সন্ত্রাসী, চাদাবাজী, খুনাখুনি ও বেলেল্লাপনা হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের ক্যাম্পাস জীবন। এতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন শিক্ষক নামদারী কিছু লম্পট কারণ তাতে রয়েছে তাদের অসৎ স্বার্থ। রাজনীতির নামে বা রাজনীতির পরিচয়েও আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে বা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্থির ও আদর্শহীন করে তোলা হয়েছে, হচ্ছে। এতে নষ্ট হচ্ছে আজ জাতীয় চরিত্র। অতএব এই দৈন্যদশা থেকে উত্তরণে সঠিক বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহন প্রয়োজন। এজন্য দরকার আদর্শ শিক্ষক আদর্শ মানুষ। আদর্শ জনদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগামীতে পরিবর্তন হোক আমাদের সমাজ চরিত্রের। আর এভাবেই হোন শিক্ষক আব্দুর রহিম সাহেবেরা সামাজের আদর্শের আলো।

সব মানুষ গড়ার কারিগর বা আদর্শ শিক্ষকদের জানাই শ্রদ্ধা ও সম্মান।

শুভ জন্মদিন টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির মুখপত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন এর বর্ষপূর্তিতে আমার নিকট লেখা চেয়েছেন সাংবাদিক সৈয়দ ইলিয়াস খছরু। এক সময় সাংবাদিকতার মত মহান পেশায় জড়িত ছিলাম বলে এখনো আমাকে এই মহৎ পেশা থেকে পৃথক ভাবতে পারিনা। তাই কারণে অকারণে প্রতিদিন আমাকে কিছু না কিছু লিখতে হয়। প্রবাসের এই ব্যস্ত জীবনে আমার এই অরণ্যে রোদন কমিউনিটি কিংবা দেশের প্রয়োজনে কতটুকু কাজে আসে এটা জানতে না পারলেও ভালো লাগে যখন বুঝতে পারি পাঠকরা আমার লেখা পড়ে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করে।

বলা হয়ে থাকে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম জাতির দর্পণ। একটি দর্পণ বা আয়নায় যেমনি ফুঁটে উঠে অবিকল অবয়ব তেমনি গণমাধ্যমে ফুঁটে উঠে জাতি বা সমাজের প্রতিচ্ছবি। বলতে দ্বিধা নেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটির সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার খবর নিঁখুত ভাবে তোলে ধরতে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন যে অনবদ্য ভুমিকা পালন করছে তাতে এই প্রিয় দুটি গণমাধ্যমকে কমিউনিটির আয়না বা দর্পণ অবলিলায় বলা যাবে। প্রতি সোমবারে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং সেই সাথে টাইম টেলিভিশন বস্তুনিষ্ঠতা, সততা ওআন্তরিকতার সাথে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে যেভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে তাতে এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমর রোল মডেল বলা যায়।

বাংলা পত্রিকার সাথে আমার যোগ সূত্র সৃষ্টি হয়েছিল পত্রিকাটির প্রাক্তন সম্পাদক মাহবুব ভাইয়ের মাধ্যমে। মাহবুবভাইয়ের পুরো নাম মাহবুবুর রহমান। তিনি ছিলেন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক। উনার সাথে আমার পরিচয় সেই আশির দশকে। তিনি তখন সিলেট থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক যুগভেরীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। যুগভেরী এখন অবশ্য দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। এক সময় যুগভেরী সিলেটের বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্র ছিলো। মরহুম আমিনুর রশিদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফাহমিদা রশিদ চৌধুরী। আমার বোনের বাসা ছিলো তখন আম্বরখানাস্থ যুগভরী অফিসের কাছেই। ফলে বোনের বাসায় যাতায়াতের সুবাদে যুগভেরী পত্রিকা অফিসের সাথে হৃদ্দতা গড়ে উঠে। আর এভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠে মাহবুব ভাইয়ের সাথে। তিনি তখন যুগভেরীতে নিয়মিত কলাম লিখতেন। তখন যুগভেরী প্রকাশিত হতো লেটার প্রেসে। প্রযুক্তি তখন ততোটা উন্নত ছিলো না। সিলেটের স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় তখন অনেক প্রতিথযশা লেখক নিয়মিত কলাম লিখতেন। আমি তখন বিভিন্ন লেখকের কলাম নিয়মিত পড়তাম।

আমার এখনোও মনে আছে সে সময় আমি এক বছরের বিল অগ্রিম পরিশোধ করে যুগভেরী সিলেট কন্ঠ ও জালালাবাদী পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম। পত্রিকা যে দিন প্রকাশিত হতো সেদিন তারা ডাক যোগে গ্রাহকদের জন্য পত্রিকা পাঠাতো। আমি ২০০১ সালে নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম যখন বাংলা পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম তখন দীর্ঘদিন পর দেখা হয় মাহবুব ভাইয়ের সাথে। প্রথম দেখতেই চিনতে অসুবিধা হয়নি। ২০০১ সালে মাহবুব ভাইয়ের মাধ্যমে বাংলাপত্রিকার সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা এখনো আছে। তবে মাহবুব ভাই এখন আর বাংলা পত্রিকায় নেই। পুরোপুরি অবসর সময় কাটাচ্ছেন।



আহবাব চৌধুরী খোকন

বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও সিইও জনাব আবু তাহের এই কমিউনিটির প্রিয়মুখ ও স্বজ্জন ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন সিলেট থেকে সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ঢাকায় মানবজমিনে। নিউইয়র্কে সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি পত্রিকাটির সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঠিকানা থেকে বাংলা পত্রিকায়। পেশায় অভিজ্ঞ, আচার আচারণে অমায়িক মানুষটির ধৈর্য্য, প্রতিভা ও সৌজন্যতা দেখে আমি অভিভূত। পত্রিকার পাশাপাশি কুইন্সে বিশাল স্টুডিও নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন টাইম টেলিভিশন। কমিউনিটির কল্যাণ এবং সেই সাথে এই দূর প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে টাইম টেলিভিশনের ও বাংলা পত্রিকার ভুমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

> *... তাহের ভাই ও বাংলা পত্রিকা- টাইম টেলিভিশন আমাকে এতোটা অষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে রেখেছে যে প্রতি মাসে দুই এক বার তাদের অফিসে না গেলে মনে হয় অনেক কিছু মিস করে ফেলেছি। টাইম টিভিতে প্রচারিত টাইম এক্সক্লুসিভ খুবই দর্শক নন্দিত একটি অনুষ্ঠান। আমি দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে এই অনুষ্ঠানের প্রচুর দর্শক রয়েছে। করোনাকালে যখন সমগ্র পৃথিবী ভয়ে কাঁপছিল তখন টাইম এক্সক্লুসিভ বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছে...*

এই প্রতিষ্ঠান দুটো বিভিন্ন সময় অনেক সাহসী রিপোর্ট প্রকাশ করে কমিউনিটির ভূয়াসী প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অনেক রাগব বোয়ালের বিরুদ্ধে যেমন সংবাদ পরিবেশন করেছে তেমনি কমিউনিটির অনেক রথি মহারথির দূর্নীতি ও অসততার সচিত্র সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে তাতে। আর এগুলো সম্ভব হয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটোর কর্ণধার জনাব আবু তাহের এর সততা, বিশ্বস্থতা এবং আপোষহীন ভুমিকা কারণে। এই যুক্তরাষ্টে অগ্রসরমান বাংলাদেশী কমিউনিটি এবং সেই সাথে আমাদের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিক আবু তাহের এর ভুমিকা তুলনাহীন।

এই নিউইয়র্কে আছি প্রায় দুই যুগ হতে চলছে। আর এই দুই যুগে তাহের ভাই ও বাংলা পত্রিকা- টাইম টেলিভিশন আমাকে এতোটা অষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে রেখেছে যে প্রতি মাসে দুই এক বার তাদের অফিসে না গেলে মনে হয় অনেক কিছু মিস করে ফেলেছি। টাইম টিভিতে প্রচারিত টাইম এক্সক্লুসিভ খুবই দর্শক নন্দিত একটি অনুষ্ঠান। আমি দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরেও বিভিন্ন দেশে এই অনুষ্ঠানের প্রচুর দর্শক রয়েছে। করোনাকালে যখন সমগ্র পৃথিবী ভয়ে কাঁপছিল তখন টাইম এক্সক্লুসিভ বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে থেকে সাহস যুগিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রচারিত টেলি প্রেসক্রিপশন ফলো করে অনেক অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই অনুষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত অসম্ভব জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা আমার দেখা সেরা গণমাধ্যম। টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা'র পথচলা নিষ্কণ্টক হোক। প্রতিষ্টাবার্ষিকির এই দিনে প্রতিষ্ঠান দুটোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা।

লেখক - কলামিষ্ট ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, নিউইয়র্ক।

স্পর্ধা ও গৌরবের পথচলায় অভিনন্দন

নিউইয়র্কের বুকে বাঙালি সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের এক আলোকবর্তিকা টাইম টেলিভশন ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা। তাদের বর্ষপূর্তির এই শুভক্ষণে আমি অন্তর থেকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। ১১ বছর ধরে টাইম টেলিভিশনের পথচলা এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ২৯ বছরের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শুধু সাফল্যের জয়গান নয়, বরং এটি দৃঢ়তা, ভালোবাসা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, সিইও সম্পাদক আবু তাহের এবং পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু সহ পুরো টিমকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আমি ১৯৯২ সালে সাপ্তাহিক অনুপম পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে সাংবাদিকতার পথে আমার প্রথম পদচিহ্ন এঁকেছিলাম। ১৯৯৩-৯৪ সনে ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করেছি। সেই থেকে এই পেশার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা এক মুহূর্তের জন্যও কমেনি। আমেরিকায় আসার পর জীবন যখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াল, তখন ভালোবাসার এই পেশাকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা'র প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল, কারণ এই আয় থেকে নিজের জীবন চালানো এবং পরিবারের দায়িত্ব পালন করা তখন কল্পনাতীত ছিল। শখের পেশাটি তখন কেবলই এক মধুর স্মৃতি হয়ে রইল, কিন্তু তার প্রতি আমার টান ও সম্মান চিরকাল অটুট ছিল।

সংবাদমাধ্যম হচ্ছে সমাজের হৃদস্পন্দন, যা আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে জীবন্ত করে তোলে। তা সে প্রিন্ট মিডিয়া হোক বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সংবাদপত্র হোক বা টেলিভিশন- তারা সমাজের প্রতিচ্ছবি। এই গুরুদায়িত্ব পালন করা সহজ নয়, বিশেষ করে নিউইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে। এখানে বিজ্ঞাপন পাওয়া কঠিন, পৃষ্ঠপোষকতা সীমিত এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পত্রিকা বিলি করতে হয়। এমন প্রতিকূলতার মাঝেও সাংবাদিক, সংবাদকর্মী এবং স্টাফদের বেতন, আর স্টুডিও ও অফিসের ভাড়া সামলে একটি পত্রিকাকে ২৯ বছর এবং একটি টেলিভিশনকে ১১ বছর ধরে টিকিয়ে রাখা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এটি কেবল পেশাদারিত্ব নয়, এক ধরনের স্পর্ধা। এই অদম্য স্পর্ধার জন্যই তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

টাইম টেলিভিশন ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটির এক নির্ভরতার জায়গা হয়ে উঠেছে। তারা শুধু খবর পরিবেশন করে না, বরং প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের শেকড়ের সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সংযুক্ত করেছে। তারা প্রবাসে এক টুকরো বাংলাদেশকে উপস্থাপন করে।



শাহ্ বদরুজ্জামান রুহেল

এই পথচলা যেন এক মহাকাব্যিক গল্প। এখানে আছে ঘাম, শ্রম, ত্যাগ আর ভালোবাসার প্রতিটি অধ্যায়। তারা কেবল সংবাদ সংস্থা নয়, তারা আমাদের সমাজের বিবেক, আমাদের কণ্ঠস্বর। তাদের এই সাফল্যগাথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

আজ এই শুভক্ষণে আমি তাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করছি। এই দুই প্রতিষ্ঠানের পথচলা আরও দীর্ঘ ও উজ্জ্বল হোক, এই কামনা করি।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী'র শুভক্ষণে আমার হৃদয়ে অনুরণিত হচ্ছে-

১১ বছর আর ২৯ বছরের এই পথ
কষ্টে গড়া, ভালোবাসায় অটুট এক রথ।
আবু তাহের, সৈয়দ খসরু হাতে রেখে হাত
দূর প্রবাসে জ্বেলেছেন আলোর শত প্রভাত।
সংবাদ নয়, এ যে সমাজের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি
আঁধার কেটে বেরিয়ে আসা এক উদিত রবি।
ক্লান্ত পথিক পথ খুঁজে পায়,
এই দুই মাধ্যমের ছায়ায়।
জয় হোক, তোমাদের এই যাত্রাপথে,
জয় হোক, বাংলা ভাষার রথে।

লেখক: লেখক, সংগঠক ও সমাজকর্মী



জোবেদা খাতুনেরা রেস্টুরেন্টে ঢোকে না



কাজী জহিরুল ইসলাম

২০২৩ সালের অক্টোবর মাস। আমি তিন সপ্তাহের ছুটিতে ঢাকায় গেছি। যে ঢাকাকে আমি রেখে গিয়েছিলাম ২৩ বছর আগে, এটি সেই ঢাকা নয়। ঢাকার গায়ে এখন অনেক চর্বি জমেছে, দালানের চর্বি। এখানে-ওখানে সেই চর্বির জৌলুশ গলে গলে পড়ছে। এইসবের ভেতরে নীরবে বড়ো হচ্ছে দারিদ্র নামের এক ভয়ানক অভিশাপ। সেই রকম একটি গল্প এখন আপনাদের শোনাব।

নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত টাইম টেলিভিশনের ১১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলা পত্রিকা একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে। টাইম টিভিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটিকে নিরলসভাবে সেবা দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। তাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে এই কম্যুনিটির শেকড় যেখানে প্রোথিত কেমন আছে সেই বাংলাদেশ।

বেশ কয়েকদিন পরে জোবেদা খাতুনের সঙ্গে আজ আবার দেখা। প্রথম দিনের ঘটনাটা বলি। ভোরবেলা পোয়েটস অ্যাভেন্যুতে হাঁটাহাঁটি করছি। হঠাৎ চোখে পড়ে ভ্যানগাড়িতে ডাব সাজানো, মোবাইল ডাবের দোকান। ভাবলাম একটা ডাব খাই। আমি স্ট্র দিয়ে ডাবের পানিতে চুমুক দিয়েছি তখন এক বৃদ্ধা কুঁজো হয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে কাছে আসেন। ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ান। আমি পকেট থেকে একটি কুড়ি টাকার নোট বাড়িয়ে দিই। তিনি টাকাটা হাতে নিয়েই বলেন, ডাবের দাম কত? আমি বলি ১০০ টাকা, খাবেন? তিনি দাম শুনে লাফ দিয়ে ওঠেন, না বাবা এতো টেকা নেই।

-আমি টাকা দিলে খাবেন?

--হ্যাঁ খাবো।

-আমি ডাবঅলাকে বলি, উনাকে একটা ডাব দেন।

তিনি খুব আনন্দ নিয়ে ডাবের পানিতে চুমুক দেন।

আপনার নাম কি?

--জোবেদা খাতুন।

-বাড়ি?

--গাইবান্ধা।

-আপনার বয়স কত?

--আশি।

-এই বয়সে ভিক্ষা করছেন কেন? আপনাকে দেখার কেউ নেই?

--না বাবা কেউ নেই। আল্লাহ আমাকে কোনো ছেলে দেয়নি।

-কেউ নেই আপনার?

--স্বামী মারা গেছে অনেক আগেই। একটা মেয়ে আছে।

-মেয়ের কাছে থাকতে পারেন না?

--মেয়ের স্বামীটাও মারা গেছে। তার নিজেরই ভাত জুটে না।



-এখানে কোথায় থাকেন?

--বৃদ্ধা আঙুল তুলে কাছেই কোথাও নির্দেশ করেন।

ওইখানে, বস্তিতে।

-মাগনা থাকেন?

--না বাবা, সাড়ে তিন হাজার টেকা ভাড়া দিওন লাগে।

আজ চারদিন পরে আবার পোয়েটস অ্যাভেনিউতে জোবেদা খাতুন।

-চাচী কেমন আছেন?

--ভালো নেই বাবা, জ্বর।

আমি জোবেদা খাতুনের কপালে হাত রাখি। জ্বর আছে, তবে তা খুব বেশি না। আমি বলি, জ্বর নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন?

--বের না হলি খাবো কি?

-অষুধ খেয়েছেন?

--হ্যাঁ নাপা খেয়েছি। জ্বরটা ওঠে আবার চলে যায়।

তখনই আমার ধাক্কাটা লাগে। জ্বরের এই ধরণটা আমার চেনা। এটা ডেঙ্গু জ্বর। এমন দুজন রোগী এখন আমার পরিবারে। প্রতি মুহূর্তে যাদের আপডেট পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি।

আশি বছরের বৃদ্ধা জানায়, কেউ একজন দুটো নাপা দিয়েছিল, তাই খেয়েছেন, তার কাছে আর অষুধ নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আশে পাশে তাকাই। কাছের ফার্মেসিটা বন্ধ। বৃদ্ধাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি দৌড় দিই। ব্লকের মাথায় একটি ফার্মেসি খোলা পাই। এক পাতা নাপা কিনে ফিরে আসি। জোবেদা খাতুনের হাতে নাপার পাতাটি তুলে দিতেই তার চোখ টলমল করে ওঠে। বলেন, আমার বেটা নেই বাবা, আপনিই আমার বেটা।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেখানেই, আমাদের মাথার ওপরে ফরাজী হাসপাতাল। আমি ওইদিকে আঙুল তুলে বলি, আপনার ডেঙ্গু টেস্ট করাতে হবে। বিকেলে এই হাসপাতালে ঢুকে যাবেন। গিয়ে বলবেন, আমি একজন ভিক্ষুক, আমার টাকা নেই। ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছি, ডেঙ্গু টেস্ট করাতে চাই।

--ওরা কি টাকা ছাড়া চিকিৎসা করবে বাবা?

-করতে পারে। আপনি বুঝিয়ে বলবেন।

--ঢুকবারই দিবে না।

-চেষ্টা করে দেখেন। না দিলে আমাকে জানাবেন। আগামীকাল আমাকে পাবেন না, পরশু পাবেন।

আমি রেষ্টুরেন্টে ঢুকি, ড. মাহবুব হাসান আসেন। আমরা চা খাই, চায়ে ডুবিয়ে পরোটা খাই। হঠাৎ মনে হলো এই আশি বছরের বৃদ্ধা কি কখনো রেস্টুরেন্টে ঢুকে আমাদের মতো চেয়ার-টেবিলে বসে নাশতা খেয়েছেন? মনে মনে ভাবি পরশু যখন আসবো, যদি পেয়ে যাই, জোবেদা খাতুনকে এই রেস্টুরেন্টে, আমার পাশে বসিয়ে, নাশতা খাওয়াবো। আশা করছি পোয়েটস অ্যাভেনিউর আড্ডায় আসা কবি বন্ধুরা আমার এই পাগলামীটা মেনে নেবেন।

দুদিন পরে আবার যখন জোবেদা খাতুনের সঙ্গে দেখা, এবং আমার মনে হলো ভোরবেলা তিনি সান্দ্রা রেস্টুরেন্টের পাশে ঘুরঘুর করেন হয়ত আমার দেখা পেতেই, বলি, আসেন, রেস্টুরেন্টে বসেন, নাশতা খান, আজ আপনি আমার অতিথি। তাকে আরো বলি, যদি আপনার পরিচিত আরো কেউ থাকে তাদেরও আসতে বলেন, আমি সবাইকে নাশতা খাওয়াবো। কিন্তু জোবেদা খাতুন কিছুতেই রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন না এবং অন্য কাউকেও ডাকলেন না। শুধু বললেন, নাশতার টেকাডা আমারে দিয়া দেন বাবা।

লেখক: কবি, পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল

শহরে প্রেমের ঘ্রাণ



আদর সোহাগ

রূপা ব্রুকলীন ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। রাতের বাতাস তার চুল খেলাচ্ছে, আর দূরের ম্যানহাটনের আলো তার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে- হাজারো ঝলমল তারকার মতো, কিন্তু প্রতিটা তারকা যেন তার নিজের গল্প বলছে। শহরটির শব্দ, ট্যাক্সির হর্ন, সাবওয়ের গর্জন, দূরের মানুষের কথোপকথন- সব মিলিয়ে যেন এক ধরনের লয় তৈরি করেছে, যা তার হৃদয়ের সঙ্গে মিলছে।

রূপার হাত রেলিংয়ে জড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, এই শক্ত লোহা তার একাকিত্বের বোঝা কিছুটা কমাচ্ছে। চোখে জল আসে না, কিন্তু বুকের ভেতরে একরাশ অস্পষ্ট ব্যথা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে শহরে এসেছে স্বপ্ন নিয়ে, কিন্তু স্বপ্নগুলো এখন যেন ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। প্রতিদিন সাবওয়ে ভিড়, অফিসের চাপ, খালি অ্যাপার্টমেন্টের একাকিত্ব সব মিলিয়ে মনে হয় সে কেবল সময় পার করছে।

হঠাৎ, পেছন থেকে একটি মৃদু কণ্ঠ ভেসে এলো-

"আপনিও কি এখানে শান্তি খুঁজতে এসেছেন?"

রূপা চমকে ঘুরে তাকায়। দেখতে পায় এক তরুণ দাঁড়িয়ে আছে, মুখে হালকা হাসি, চোখে ক্লান্তি আর এক ধরনের শান্তি।

"আমি মুহিব," সে বলে।

"রূপা," নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রূপার মনে হলো তার শরীরে হঠাত অদৃশ্য এক শক্তি এসে তাকে কিছুটা হালকা করে দিয়ে গেলো।

মুহিবের চোখে শহরের রাতের প্রতিফলন, ঝলমল আলো, অদৃশ্য মানুষের ভিড়, আর কিছুটা একাকিত্ব। সে এগিয়ে আসে, রূপার পাশে দাঁড়ায়।

"আমি প্রায়ই এখানে আসি," মুহিব বলে। "দিনে এই শহর পাগলের মতো ছুটে চলে, কিন্তু রাতে ব্রিজের এখানটায় দাঁড়ালে মনে হয় সব কিছু যেন থমকে আছে।

রূপা মৃদু হেসে ওঠে, এরপর কিছুটা অচেতনভাবে মুহিবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি প্রথমবার এসেছি। ভেবেছিলাম একা থাকবো, কিন্তু বুঝলাম, একা নই।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস ঠান্ডা, তবে হৃদয় সেই তুলনায় কিছুটা উত্তাপ। দূরে নদীর বুকে ম্যানহাটনের আলো নাচছে।

রূপা কণ্ঠ ভেঙে বললো,

এই শহরে আমি আছি ঠিকই, কিন্তু আবার পরক্ষনেই মনে হয় আমি নেই। চারপাশে মানুষ আছে, অথচ জানেন কেউ আমার কাছে নেই।

মুহিব নীরবভাবে তাকে শোনে। তারপর বলে-

এই শহরটা যতই ঝলমলের হোক, আলো নিভে গেলে সবাইকে একা করে ছেড়ে দেয়, সত্যি বলতে কি একাকী লড়াই করে বেঁচে থাকার শহরের নামই হলো নিউইয়র্ক। তবে আপনার জন্যে শুভকামনা থাকবে, একদিন আপনি এমন কাউকে যেন খুঁজে পান, যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে। চারপাশের গিজগিজ করা কোলাহলের মাঝে কেউ একজন শুধু আপনারই হোক।

রূপার চোখে অচেনা উষ্ণতা। মনে হয় মুহিব শুধু কথা বলছে না, সে অনুভব করছে তার ব্যথা।

মুহিব স্রোতহীন জলের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর অযত্নে পুষে থাকা নিজের গল্পটা বলা শুরু করলো। কিভাবে পরিবার থেকে দূরে এসে সে নতুন শহরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, কীভাবে প্রথম রাতগুলো সাবওয়ে স্টেশনে কাটিয়েছে, এক ডলারের পিজ্জা কিভাবে এই নিঃসঙ্গ মুহিবকে উদর যন্ত্রনা ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। তবে একদিন ছোট একটি রেস্টুরেন্টে কাজ পেয়ে জীবনের ধীরে চলা বগিটা একটি স্টেশন খুঁজে পেয়েছে বহু সংগ্রামের পর।

মুহিবের কথা গুলো শুনে রূপাও নিজেকে এই অচেনা শহরে না জানা মানুষটার সামনে নিজের ভেতরের কথা গুলো বলতে বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিলো বারবার। নিজ পরিবারের এক রাশ স্বপ্ন দেখিয়ে কিভাবে এদেশে পা রেখেছে, নিজেকে বিলীন করে হলেও পরিবারের সকলের স্বপ্ন পূরনে কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে সে আজ, খুঁটিনাটি সব কিছু। কত দিনের যেন পরিচয় নিজের সামনে থমকে যাওয়া সময়ের মত এই মানুষটা।

দু'জনের মাঝে নীরবতা ভেঙে আসছে সংলাপের মৃদু টানে। শহরের আওয়াজ যেন তাদের কথা শোনে না, কেবল দুটি হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দন হয়ে ঢুকে যায় এপাশ থেকে ওপাশ।

হঠাৎ মুহিব বলে-

আপনি জানেন কি, ব্রিজটা শুধু লোহার এবং রশির সমন্বয় নয়। এটি গল্পেরও। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় শহর আমাদের গল্প শুনছে। আর হয়তো শহর আমাদের কথা শুনে সাহস দিচ্ছে, সুন্দর করে বাঁচার জন্য।

রূপার চোখে জল আসে। সে বুঝতে পারে, মুহিব ঠিক বলছে। এই শহরের আলো, শব্দ, বাতাস সব কিছুই তার সঙ্গে কথা বলছে, তাকে বলছে, সে একা নয়।

বাতাসে হালকা ঠান্ডা, রূপা মুহিবের দিকে তাকায়। তার মনে হয়, হয়তো এই মুহূর্তটাই তার জীবনের নতুন সূচনা।



মুহিব বিদায় নিতে এগিয়ে আসে, হালকা হাসি দিয়ে বলে-

শহরটা হয়তো একদিন আপনাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাবে। চেষ্টা ছাড়বেন না।

রূপা হেসে, কণ্ঠে কম্পন দিয়ে উত্তর দেয়,

ধন্যবাদ। হয়তো আপনার কথাই আমার নতুন শক্তি হবে।

দু'জন আলাদা পথে হাঁটা দিল। শহর যেন তাদের বিদায়কে স্বাগত জানাচ্ছে, প্রতিটি বাতি যেন শুধু এই দুজনের জন্য জ্বলছে। ব্রুকলীন ব্রিজের রাত তাদের ভেতরে এক লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো।

রূপা ফেরার মুহূর্তে ভাবলো নিউইয়র্ক কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। একদিন সে এই শহরের বুকে নিজের ঠিকানা খুঁজে পাবে। আর মুহিব হয়তো তার জীবনের সেই অজানা গল্পের অংশ হয়ে যাবে, যা আরেকটি স্বপ্নের মত সুন্দর ছন্দে লেখা হবে। রূপে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে পেছনে তাকালো। যতটা দূরে সে এসেছে, ততটা দূরে মুহিবও দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ না পড়লেও দুজন দু'জনের চোখের ভাষা পড়তে পারছে খুব দ্রুত।

মহাকাশের গর্ভ চিরে ভূমিষ্ঠ হওয়া নতুন রাতের মতই আজ রাতটা আরো গভীর হলো, তবে ব্রুকলীন ব্রিজের বাতাসে এক অদ্ভুত শান্তি এবং প্রেমের গন্ধ রয়ে গেল।

ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপির আহবায়ক কমিটি ঘোষণা

শাহীন আহবায়ক, রহিম সদস্য সচিব

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে গত ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার। কমিটির আহবায়ক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক নেতা শাহিনুর ইসলাম শাহীন ও সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন অবিভক্ত ঢাকা মহানগর তাঁতীদলের সাবেক সদস্য সচিব আব্দুর রহিম। সুপার সিক্স নেতৃত্বে যারা রয়েছেন যথাক্রমে তারা হলেন সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক নাজমুল আলম, যুগ্ম আহবায়ক মোঃ সিরাজুল মোস্তফা জাবেদ, যুগ্ম আহবায়ক তরিকুল ইসলাম প্রিন্স মুধা প্রমুখ।

৬১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী আহবায়ক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন- নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশের সাবেক ডিটেকটিভ কর্মকর্তা শেখ ওহেদুজ্জামান। বিগত পাঁচ বছরের দাবী ও স্বপ্ন ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপি কমিটির বাস্তব রূপ নিয়েছে গত সপ্তাহে সুপার সিক্স নেতৃত্বের নাম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। আনন্দঘন সেই অনুষ্ঠানে ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপি গঠনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা মতিউর রহমান লিটুকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।

প্রথমে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানকে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং বিএনপির আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার এইচ খোকনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর প্রধান উপদেষ্টা শেখ ওয়েদুজ্জামান সাহেবকে তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক দিক নির্দেশনার মাধ্যমে অনেক দিনের স্বপ্ন ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপির কমিটি বাস্তব রূপ নেয়ায় আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানকেও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেটের ১৪টি কাউন্টি ও ৪টি বৃহত্তর শহর নিয়ে গঠিত ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপি, নিউইয়র্ক ইস্ট অর্থাৎ নিউইয়র্ক সিটি এলাকার পরেই ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের ব্যাপ্তিস্থান, তাই নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের রয়েছে তুলনামূলক অনেক কাজের পরিধি। ইতোমধ্যে চার সিটির অন্যতম সিটি- বাফেলো শহরেও অনুমোদন করা হয়েছে বাফেলো উত্তর ও বাফেলো দক্ষিণ নামে দুটি সিটি কমিটি।



আহবায়ক: শাহিনুর ইসলাম শাহিন



সদস্য সচিব: মোঃ আব্দুর রহিম



প্রধান উপদেষ্টাঃ শেখ অহেদুজ্জামান



সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক: নাজমুল আলম



যুগ্ম আহবায়ক- মোঃ সিরাজুল মোস্তফা (জাভেদ)



যুগ্ম আহবায়ক:- তরিকুল ইসলাম প্রিন্স

অনুষ্ঠানে বাফেলো সিটি বিএনপি (উত্তর) এর নবনিযুক্ত আহবায়ক সিরাজুদ্দৌলা বাবুল, বাফেলো সিটি বিএনপি (দক্ষিণ) এর নবনিযুক্ত আহবায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক বিএনপির নবনিযুক্ত আহবায়ক কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা:

আহবায়ক: শাহিনুর ইসলাম শাহিন, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক: নাজমুল আলম, যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে মোঃ সিরাজুল মোস্তফা (জাভেদ), তরিকুল ইসলাম প্রিন্স, মোঃ জামাল উদ্দিন (নায়াগ্রা ফলস), মুন্সি সাজেদুর রহমান টেন্টু, সারোয়ার আরিফ, হাসান মহায়মেন, মোঃ জাকারিয়া, সোলায়মান হোসাইন সালমান, মাহমুদুল হাসান, মোঃ জি মোস্তফা, আহমেদ মঈন, নুর সাফা (নায়াগ্রা ফলস), একেএম আবু হানিফ, আঃ রাজ্জাক মাসুদ এবং সৈয়দ ওয়াসিম বাবু।

সদস্য সচিব: মোঃ আব্দুর রহিম, যুগ্ম সদস্য সচিব: সিয়াম আহমেদ এছাড়া সহ সদস্য সচিব যথাক্রমে মোঃ শওকত আকবর, রিপন হক ও মোঃ শাহ আলম

সদস্য বৃন্দরা হলেন: কামাল উদ্দিন, তোফাজ্জল হোসেন, মনিরুল আহসান, মিলাদুল ইসলাম, শরিফজাদা মাহবুব রহমান, সৈয়দ মুমিত, শামসু উদ্দিন, তৌহিদুল মাওলা রিফাত, সানাউল হক নিরু, মোস্তফা কামাল, শাহাবুদ্দিন, শাখাওয়াত হোসাইন, শরফুদ্দিন মোল্লা, এনামুল হক, সৈয়দ পুনম, নোবেল হুমায়ুন, নূর উদ্দিন চৌধুরী মারুফ, মোঃ বশির উদ্দিন, মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, মোয়াজ্জেম হোসেন, মোতালেব খান, মোঃ নজিরুল হক রুবেল, গিয়াস উদ্দিন মিলাত, মোঃ সালেহ আহমেদ, মোসলেম উদ্দিন, শামসুল আলম রিটু, আমজাদ হোসেন, আইয়ুব, মোঃ ইদ্রিস, আঃ আলিম রারী, আশিক ভূঁইয়া রিমন, রাসেল আহমেদ. আতিকুল ইসলাম, আসিফ রহমান, মোস্তাক আহমেদ খান, হাসান সরকার, সেলিম উদ্দিন, মোছাঃ লিনা ও মোমেনা বেগম।

এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন শেখ অহেদুজ্জামান, উপদেষ্টা: কামাল উদ্দিন এবং বদরুদ্দোজা রাজিব।

কমিউনিটির সর্বস্তরের প্রবাসীদের পক্ষ থেকে নব ঘোষিত এই কমিটিকে স্বাগতম জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

জ্যামাইকায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরকে সংবর্ধনা








নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগে পদোন্নতি প্রাপ্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরকে কুইন্সে এক আড়ম্বরপূর্ণ সংবর্ধনা দিয়েছে জ্যামাইকা ইন্টারগেটেড বাংলাদেশী অফির্সাস নেটওয়ার্ক। গত ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার দুপুরে আয়োজিত এ বিশেষ অনুষ্ঠানে জীবন বোর্ড সদস্য ও স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এম. ডি. হালিম ও সহ সাধারণ সম্পাদক সরদার আল মামুনের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে জীবন"-এর মিডিয়া লিয়াজন পাপিয়া শারমিন, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর পলাশ আহমেদ, কো-ট্রেজারার রাজীব ঘোষ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সরদার আল মামুন ও মেহেদী মামুন, ট্রেজারার পঙ্কজ রায়, কো-ট্রেজারার অনিক ইসলাম এবং উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট সাজেদুর রহমান, ড. ইসলাম, এম. ডি. হোসেন, দিদারুল হোসেন, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর রাজীব হোসেন, আরিফ হোসেন ও ইজাজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মূলধারার রাজনীতিবিদ ও ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনের চেয়ারপারসন ও কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাপস নিউজ এডিটর সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সোহেল,"ভালো" সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শাহরিয়ার, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শোয়েব চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ এনায়েত আলী, ড. সুজাত খান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, লেফটেন্যান্ট হাফিজ রহমান, ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল এর পরিচালক তরিকুল ইসলাম ,জ্যামাইকা বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাব্বি সাঈদ সহ আরো অনেকে। এসময় ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষ থেকে এডভোকেট মঈন চৌধুরী বাপার সাবেক সভাপতি কারাম চৌধুরীকে সম্মানজনক প্রোক্লেমেশন প্রদান করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিএনপি নিয়ে আমার ভাবনা ও প্রস্তাবনা



শামসুল ইসলাম মজনু

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (বীরোত্তম) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা। চলতি বছরের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি তার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে। নানা সংগ্রাম, আন্দোলন আর ত্যাগের মধ্যদিয়ে বিএনপি আজ দেশের শীর্ষ জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিএনপি আজ নানা স্বরযন্ত্রের শিকার। বিশেষ করে জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকেই বিএনপি ও বিএনপি'র সিনিয়র নেতাদের নিয়ে একশ্রেনীর ইউটিউবাররা বিভিন্ন ধরনের নেগেটিভ সংবাদ প্রচার করে আসছেন। এসব প্রচারের যে সকল তথ্য সঠিক নয়, কেন এব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করা হয় না? উল্লেখ্য কারো কারো ভিউ ১০ থেকে ২০ লাখ, আমি মনে করি এদেরকে হেলাফেলা না করে, কেন চ্যালেঞ্জ করা হয় না অথবা যদি ভুল তথ্য দিয়ে থাকেন কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয় না। এতে করে সাধারণ জনগণ যেমন সত্য ঘটনা জানতে পারবে এবং তা ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দুই ধাপে ক্ষমতায় ছিল বিধায় বিএনপি-কে নিয়ে, বিএনপি সম্পর্কে সমালোচনা করা খুবই সহজ, এবং এটাই স্বাভাবিক আর সেখানে আগামী দিনে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেহেতু এই মুহূর্তে বিএনপির সম্ভাবনাই বেশি সেখানে বিএনপিকে নিয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে বা হবে এটাই স্বাভাবিক এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য সৌন্দর্য।

বিএনপি'র সিনিয়ার নেতারা রাজনৈতিক মঞ্চে উঠে হুংকার দিয়ে বক্তব্য দেন, উপস্থিত জনতাকে বোকা বানায় হাততালি পেয়ে, কিন্তু উনারা কি নিজেরা সাহস করে উদ্যোগ নিয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে নিজে বা সমর্থক দিয়ে সেটা প্রমাণ করেছেন বা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন নিজেদেরকে দুর্নীতির উর্ধ্বে রাখার জন্য? দেখতে দেখতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ৫৪ বছর হলো।

বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাবাকে হারাই সুন্দর একটা দেশ দেখবো বলে, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি বলতে পারি না। বাংলাদেশের রাজনীতি কি ভারতীয় নাকি পাকিস্তানের রাজনীতি হবে, তাহলে কেন পৃথক হলাম, কেন স্বাধীনতার কথা বলি? বলতে কুণ্ঠা নেই যে, বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে আওয়ামী লীগ, দলটি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। শেখ মুজিবের মত নেতা যার অবর্তমানে স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অনুপস্থিতে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, পরবর্তীতে তিনি নিজে ক্ষমতার লোভে দেশকে পরিবারিক সম্পদ বানিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন যে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সেই আওয়ামী লীগ জনগণের কণ্ঠ রোধ করে দেশের মানুষের ন্যূনতম দাবীকে উপেক্ষা করে একদলীয় শাসন কায়েম করে দেশকে অনিশ্চিতার দিকে মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই শেখ মুজিবের নেতৃত্বের যোগ্যতা ইতিহাস মূল্যায়ন করবে। ১৯৭৫ সালে এক অরাজগত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসেন, এবং খুব কম সময়ের মাঝে জনগণের কাছাকাছি পৌছাতে পেরেছেন। শুরুতেই বলেছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করেছে, শেখ মুজিব তার জীবদ্দশায় বলে গেছেন- 'মানুষ পায় সোনার খনি, আর আমি পেয়েছি চোরের খনি'। বিষয়টা তিনি নিজে জেনেও এগুলোর বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন বা নিতে পারেননি।

তার উপর আবার নিজে সরাসরি দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন এবং সাথে সাথে দলীয় রাজনীতিবীদরা দুর্নীতি করে কিভাবে টাকা বানানো যায় সেভাবে তাদেরকে মেশিন বানিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে জিয়াউর রহমার এ ব্যাপারে ক্ষমতার শুরুতেই কঠোর পদক্ষেপ নেন।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত এগুলো দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে সকল রাজনীতিবিদ কি দুর্নীতিবাজ? না, তা শতভাগ সঠিক নয়। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতি পরায়নতার কারনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আগমনী বার্তা সাধারণ জনগণ খুব সহজভাবে গ্রহন করেছে। খুব অল্প সময় তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করতে পেরেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমি বিএনপি'র রাজনীতি করি বলে সে কারণে নয়, আজ প্রায় ৪৪ বছর হলো কেউ কি প্রমাণ দিতে পেরেছেন, কেউ কি আজ অবধি প্রমাণ দেখাতে পেরেছেন যে শহীদ জিয়া স্বজনপ্রীতি করেছেন বা দুর্নীতি করে সম্পদ করেছেন। আমাকে বারবার ব্যথিত করে কেন শহীদ জিয়া বেশি দিন বেঁচে থাকলেন না? কেন তাকে এভাবে হত্যা করা হলো?

আজ দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপি ক্ষমতার বাইরে, আবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় যায় যাচ্ছে বলে অবস্থান। অথচ এই বিএনপিকে নিয়ে শুরু হয়েছে অপ্রচার, মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে বিএনপিকে পরাজিত খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে, এটাই স্বাভাবিক। সাধারণ খেলার মাঠেই একজন আরেকজনকে কুপোঘাত করতে সদা প্রস্তুত, সেখানে রাজনৈতিক মাঠ আরো পিচ্ছিল। এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কঠিন খেলা। এটাকে হেলাফেলা করে দেখা চলবে না, আরেকবার ভুল হলে জীবনে দ্বিতীয়বার জয়ী হওয়া খুবই দুঃসাধ্য। বিএনপি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল ক্ষমতায় ছিল সেসময়ের ভুলভ্রান্তিগুলোকে নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী সেল করে কাজ করা উচিত, যদি কাজ করে থাকেও কেন বেশি বেশি প্রচার করা হচ্ছে না প্রকাশনা হচ্ছে না? আগামী দিন কিভাবে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি মোকাবেলা করা হবে তা জানার আগ্রহ সবার রয়েছে।

বিএনপি এখন দলীয় চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরামর্শে এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে ৩১ দফা নিয়ে প্রচারে ব্যস্ত যা আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিঃসন্দেহে একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। তবে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনে বাংলাদেশে নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুতেই। এতে করে দেশের আপামর জনতার নতুন বাংলাদেশের অপেক্ষায় আর এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে বিএনপি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে তার এ কারণেই বিএনপিকে বেকাদায় ফেলার চেষ্টা চলছে, এখানে বিএনপি যদি সুক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে না পারে তবে তাতে বিএনপি তথা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে।

এখন সংস্কার সংস্কার নিয়ে সারাদেশ টালমাটাল অবস্থা আর এই সংস্কারগুলোর সারমর্ম যেটা হলো সেটা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিকে রোধ করা, দেশের বিচার ব্যবস্থা, নির্বাচনী ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, একই ব্যক্তি পরপর দু'বার প্রধানমন্ত্রী না হওয়া প্রভৃতি সংস্কার- এখন সময়ের দাবী। আমি মনে করি দুর্নীতি না হলে একজনকে দুই/তিনবার সরকার পরিচালনা করার জন্য কোন প্রকার আইন করার প্রয়োজন হবে না। বিএনপি যখন ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে অতএব তাকেই এখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, কঠোর বার্তা দিতে হবে সব জায়গায়। আজকে সবচাইতে বেশি প্রচার করানো হচ্ছে বিএনপিকে 'চাঁদাবাজি, দখল বাজি' এবং এগুলো মোকাবেলা করা যাচ্ছে না, কারন ওই চাঁদাবাজ দখলবাজরা কোন না কোন নেতার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে রয়েছেন। তাই আমার প্রস্তাব বিএনপি-কে এখন জিরো ট্রলারেন্স নীতি অবলম্বন করে তৃণমূল হতে চেয়ারম্যান পর্যন্ত সবাইকে সম্পদ বিবরণী দলের কাছে জমা দিতে হবে, এবং এটাকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে হবে। সর্বজন প্রকাশিত অতি নিম্ন অবস্থান থেকে কিছু কিছু নেতৃবৃন্দ অর্থবিত্তে বলিয়ান হয়েছেন, কিন্তু তাদের ব্যাপারে বিএনপি কি কখনো তদন্ত করেছে বা তদন্ত করার চেষ্টা করেছে? তানাহলে হয়তো আজকে এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হতো না। অবৈধ উপায়ে সম্পদশালী হওয়া মানুষজনের কাছে কষ্ট করে সম্পদশালী হওয়া মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছে, আর এতে অবৈধ সম্পদশালীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, রাষ্ট্রীয় সংস্কারের পাশাপাশি বিএনপি তার দলীয় উচ্চ মাধ্যম মানের নেতাদের সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ করলে অবশ্যই দলীয় দুর্নীতির অনেক রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে এতে দল উপকৃত হবে, দেশ ও উপকৃত হবে, এগিয়ে যাবে দেশ। আজকে নতুন নতুন সংস্কার, নতুন নতুন প্রস্তাবনা আসছে কিভাবে বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়ার পথরুদ্ধ করে দেওয়া যায়, কিভাবে বিএনপিকে বাধাগ্রস্ত করে নির্বাচন থেকে দূরে রাখা যায়। আজকে যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন, বিএনপিকে কিছুতেই নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে পারতে না।

বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে- বিএনপি হচ্ছে সজ্জন, পরিচ্ছন্ন মেধাবী রাজনৈতিক সংগঠন। বিএনপিকে জনগণ সবসময় ভদ্র মানুষের দল হিসেবে বিবেচনা করেন। আজ থেকে ২ দশক আগে দলের চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলীয় মেধাবীদের নিয়ে এক আলাপচারিতায় বলেছিলেন- শেখ হাসিনা যত অভদ্র ভাষায় কথা বলবে, আমরা তত শালীনতা বজায় রেখে তার জবাব দেবো। বেগম খালেদা জিয়ার সেদিনের কথাগুলোর সাথে আজকের কিছু কিছু দলীয় নেতার আচরণ ও কথাবার্তার ধরন খুবই বেমানান, যা খুবই দুঃখজনক।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ হচ্ছে পেশী নির্ভর চাঁদাবাজ দুর্নীতিবাদের সংগঠন তারা যুক্তি তর্কের পরোয়া করে না চেতনা বিক্রি করে চেতনার ফেরিওয়ালা হয়ে দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে দল মত নির্বিশেষে ২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচার হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। আর এটা যদি বিএনপি আমলে না নেয়, ভুলে যায় এবং মেধার চর্চা কে উপেক্ষা করে চাঁদা নির্ভর, পেশী নির্ভর সংগঠনের আচরণ দেখা যায় তাহলে খুব সহজেই বিএনপি বেকাদায় পড়ে যাবে। ফলে ক্ষমতায় যাওয়া তো দূরের কথা দলের অস্তিত্ব বিলীন হতেও বেশি দিন লাগবে না। মনে রাখতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানের এক দলীয় শাসন-কে প্রত্যাখ্যান করে শহীদ জিয়ার বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা করে একক নয়, যৌথ আলোচনার মাধ্যমে দলকে পরিচালনা করে এগিয়ে যেতে পারলেই বিএনপির অগ্রযাত্রাকে কেউ-ই ঠেকাতে পারবে না।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি, ভাইস চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদ এবং আহ্বায়ক যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ। জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক।

নিউ ইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন



আবদুল্লাহ জাহিদ

প্রথমেই বাংলা পত্রিকার উনত্রিশ বছরের যাত্রা এবং টাইম টেলিভিশনের ১১ পেরিয়ে বারো বছরে পদার্পণের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা জানাই এর সম্পাদক মালিক এবং একঝাঁক সংবাদপত্র কর্মী যারা নিরলস পরিশ্রম করে এই দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য সাফল্য বয়ে এনেছেন। প্রবাসে যখন মানুষ নিজের দেশ, ভাষা আর সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকে, তখন একটি সংবাদপত্র কিংবা একটি টেলিভশন চ্যানেল হয়ে ওঠে তাদের মানসিক আশ্রয়। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'বাঙলা পত্রিকা' সেই ভূমিকা পালন করে আসছে টানা ২৯ বছর। পাশাপাশি একই মালিকানাধীন টাইম টেলিভিশন গত ১০ বছর ধরে হয়ে উঠেছে প্রবাসী বাঙালিদের ঘরের কথা বলার, শোনার এবং বোঝার অন্যতম মাধ্যম।

এই দীর্ঘ সময়কালে তারা শুধু সংবাদ পরিবেশন করেনি, বরং হয়ে উঠেছে নিউ ইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির সাহায্যকারী, বন্ধু এবং আস্থার জায়গা।

প্রবাস জীবনের প্রথম আশ্রয়ঃ সংবাদপত্রের ভূমিকা

১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে এবং ২০০০-এর শুরুর দিকে, প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা নিউ ইয়র্কে দ্রুত বাড়ছিল। নতুন অভিবাসীরা চাকরি, শিক্ষা, আইনি পরামর্শ কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পেতে সমস্যায় পড়তেন। তখনই বাংলা পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়, যার লক্ষ্য ছিল কমিউনিটিকে একত্রিত করা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দেওয়া।

*চাকরি ও হাউজিং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে নতুনদের বাসস্থানের সুযোগ করে দেওয়া।

*ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা।

*স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের খবর প্রচার করা।

*বাংলা সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে প্রবাসী তরুণ লেখকদের সুযোগ দেওয়া।

প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের জন্য এটি ছিল একধরনের দিশারী।

কমিউনিটির কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা

প্রবাস জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিচয় সংকট। বাঙলা পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে এমন সব বিষয় নিয়ে লিখেছে যা কমিউনিটির মানুষদের নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রকাশের জায়গা দিয়েছে। যেমন--

শ্রমজীবী প্রবাসীদের দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রাম তুলে ধরা। কমিউনিটির সাফল্য, যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসায় বাঙালিদের অর্জন, গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা। নারীর ক্ষমতায়ন, তরুণ প্রজন্মের সমস্যার সমাধান, এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিদের পরিচয় সংকট নিয়ে সচেতনতা তৈরি।

এভাবে বাংলা পত্রিকা হয়ে উঠেছে প্রবাসী জীবনের ডকুমেন্টেশন।

টাইম টেলিভিশনের জন্মঃ চাক্ষুস সংযোগ

২০১৩ সালে যখন টাইম টেলিভিশন চালু হয়, তখন এটি প্রবাসীদের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। শুধু পড়া নয়, এবার দেখা এবং শোনার সুযোগ তৈরি হলো। যেমন-- কমিউনিটির অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক উৎসব, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংবাদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়া। প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের জন্য ইংরেজি এবং বাংলা মিলিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি করা। সাপ্তাহিক টকশো, যেখানে প্রবাসীদের সমস্যা, বিশেষ করে অভিবাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যবসা নিয়ে আলোচনা হয়। টাইম টিভি এক অর্থে বাংলাদেশ আর প্রবাসের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

সংকটে পাশে দাঁড়ানো

শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, এই দুই মাধ্যম কমিউনিটির পাশে দাঁড়িয়েছে কঠিন সময়ে।

৯/১১ সন্ত্রাসী হামলার পর তারা দ্রুত কমিউনিটির খোঁজখবর নিয়েছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রাখে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়, তারা টানা স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা প্রচার চালিয়েছে– টিকা গ্রহণ, হাসপাতালে যোগাযোগের তথ্য, বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের খবর প্রকাশ করেছে।

এভাবে তারা শুধু তথ্যের উৎস নয়, বাস্তবে মানবিক সহায়তার অংশীদার হয়েছে।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি দুটোই নিউ ইয়র্কে বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

* নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান কভার করে প্রবাসে নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

*বাংলা বইমেলা, নাটক, চলচ্চিত্র উৎসব প্রচারে এগিয়ে থাকা।

*রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ও বাউল সংগীতের মতো কর্মসূচি প্রচার করে প্রবাসী জীবনকে সমৃদ্ধ করা।

প্রবাস জীবনে নিজের সংস্কৃতি হারিয়ে না ফেলার জন্য তারা অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।

অর্থনীতি ও ব্যবসায় সহায়তা

প্রবাসী বাঙালিদের ব্যবসা রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, গ্রোসারি স্টোর, রিয়েল এস্টেট– সবচেয়ে বেশি প্রচার পেয়েছে বাঙলা পত্রিকা ও টাইম টিভির মাধ্যমে। যেমন

* বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের গ্রাহক পেয়েছেন।

* অর্থনৈতিক মন্দার সময় ছোট ব্যবসার টিকে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এভাবে কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো হয়েছে। এতে কমিউনিটির অর্থনৈতিক ভিতও শক্ত হয়েছে।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি

২৯ বছরের এই যাত্রা বাঙলা পত্রিকা এবং ১০ বছরের পথচলা টাইম টেলিভিশনের জন্য এক বিশাল অর্জন। কিন্তু সামনে আরও বড় দায়িত্ব অপেক্ষা করছে।

* ডিজিটাল যুগে অনলাইন সংস্করণ ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণদের আরও কাছে পৌঁছাতে হবে।

* কমিউনিটির বৈচিত্র– বাংলাদেশি ছাড়াও ভারত, নেপাল, পাকিস্তান থেকে আসা বাংলা ভাষাভাষীদের একত্র করতে হবে।

* সাংবাদিকতার মান ধরে রেখে নতুন প্রযুক্তি ও তরুণ সাংবাদিকদের সুযোগ দিতে হবে।

এক সময় আমি নিজেও বাঙলা পত্রিকার কলামিস্ট হিসেবে লিখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশেষ করে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় (বারাক ওবামার শাসনামলে) আমি সরাসরি নির্বাচন কভার করেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা শুধু সাংবাদিক জীবনের জন্য নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমার জন্য ছিল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

আমাকে সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে বাঙলা পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই পত্রিকার হাত ধরেই আমি প্রবাস জীবনে কলম চালানোর এবং পাঠকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পেয়েছিলাম, যা আমার জীবনের একটি গর্বিত অর্জন হয়ে আছে।

২৯ বছরের বাঙলা পত্রিকা আর ১০ বছরের টাইম টেলিভিশন শুধু একটি সংবাদপত্র বা একটি টিভি চ্যানেল নয়– এগুলো প্রবাসী বাঙালিদের আত্মপরিচয়ের প্রতীক, সংগ্রামের দলিল এবং আশার আলো।

নিউ ইয়র্কের প্রতিটি বাঙালির জীবনে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই দুটি প্রতিষ্ঠান স্পর্শ রেখেছে। তাই তাদের এই দ্বিগুণ উৎসব শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের উদযাপন নয়– এটি আমাদের সমগ্র কমিউনিটির আনন্দ, গর্ব আর প্রেরণার দিন।

লেখক পরিচিতি: কবি, গল্পকার, কলামিস্ট এবং কুইন্স লাইব্রেরি ম্যানেজার।

বারোতে টাইম টেলিভিশন, ত্রিশে বাংলা পত্রিকা ঃ একজন আবু তাহেরের ভূমিকা



হেলাল উদদীন রানা

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে এবং একই সাথে জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন পা পা করে ১২তম বর্ষে পৌঁছে গেছে। নেপথ্য কারিগর হিসাবে বন্ধু আবু তাহেরের মুকুটে সংযোজন হয়েছে দুটি গৌরবময় পালক। যা সত্যিই বিরল।অভিনন্দন বন্ধু।

আবু তাহের একজন সিনিয়র সাংবাদিক। এক পরিশ্রমী, নিপাট-সাদামাটা ও নিরহঙ্কারী ভদ্রলোক। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ়। তিনি বলিষ্ঠ স্বপ্নবাজ মানুষ। কেবল ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন না, শ্রমে-ঘামে বাস্তবায়ন করে দেখান। যুক্তরাষ্ট্রে তাহেরের বিগত তিন দশকের অর্জন বিশাল। এক কথায় আকাশ ছোঁয়া। অনেকে যা পারেন নি সেই অসম্ভব কাজটি তাহের বাস্তবায়ন করেছেন।

আমাদের সমাজে ধনী টাকাওয়ালা লোকের অভাব নেই। কিন্তু সংবাদপত্র বা মিডিয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ, অনিশ্চিত ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করতে রাজি নয় কেউ। আমরা এক টাকা বিনিয়োগ করলে ৫ গুন মুনাফা চাই। পৃষ্ঠপোষকতা সে বহু দুরের কথা। আবু তাহেরকে যতটুকু জানি তাঁর যাত্রা শূন্য থেকেই। দেশে বিদেশে তাঁর অর্জন টুকু নিরলস পরিশ্রম সত্যনিষ্ঠা, আর ঘামের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমরা যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় আছি বা আসি সকলেই কমবেশি জানি এই ফিল্ড কোন ব্যবসাক্ষেত্র নয়। এখানে অর্থ-বিত্ত কোনটাই নেই। ক্ষমতাকে চোখ রাঙানো যায়, কিন্তু প্রভাবশালীদের সাথে হাত মেলানো যায়না। প্রতি পদে-পদে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়, রুটি-রুজির লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ এক সুকঠিন পেশা। পেশা না বলে নেশা বলাই ভাল। এই নেশার ঘোর কেটে গেলে বিপদ!

বাংলা পত্রিকার শুরুর সময় থেকে এখনও এই কাগজটির সাথে আছি। বাংলা পত্রিকার সাথে রয়েছে আত্মার আত্মীয়তা। আগে প্রতি সপ্তাহে লিখতে হতো মাহবুব ভাই ও তাহেরের চাপে। মাহবুব ভাই, ফজলু ভাই বা হাবিব ভাইয়ের কল উপেক্ষা করার উপায় ছিলনা। মনে পড়ছে কেবল বাংলা পত্রিকায় নিউজ প্রেরণ করার জন্য ত্রিশ বছর আগে একটি ফ্যাক্স মেশিন কিনতে হয়েছিল। এটির ব্যবহার এখন নেই,কিন্তু স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছি।

আগের আরেক লেখায় বলেছিলাম, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী অবিভাসী সমাজ বিনির্মাণে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা পত্রিকা প্রবাসে মাতৃভাষার চর্চা, একটি লেখক শ্রেনী ও পাঠক গৌষ্ঠী তৈরীতে রেখে চলেছে সহযোগীর ভূমিকা। সকলেই স্বীকার করেন একটি জাতি গঠনে সংবাদপত্র ও একটি মিডিয়ার অবদান অপরিসীম। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়াকে চতুর্থ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়।

বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন ছাড়াও একাধিক বাংলাদেশী মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল রয়েছে। যেটি বাঙালী হিসাবে আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু তিন দশক আগে সংবাদপত্র ছিল হাতেগোনা মাত্র কটি। ছিলনা বাংলা ভাষার কোন টেলিভিশন। আজ সময়ের পরিক্রমায় সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রে এসেছে আমুল পরিবর্তন। বদলে গেছে পাঠকের অভ্যাস ও রুচি। পাল্টেছে সাংবাদিকতা। ফেইসবুক খোলে-নলচে বদলে দিয়েছে সব।

পত্রিকা গুলোর এখন কোন বিক্রয় মূল্য নেই। পাঠককে ফিতে গিলাতেও নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। করতে হয় নানা কসরত। একবিংশ শতাব্দির অতিমারি করোনাও কম দায়ী নয় এক্ষেত্রে। পৃথিবির বহু প্রাচীন পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে এই দূর্যোগের সময়ে। ফেসবুক সাংবাদিকতা দখল করেছে সে জায়গা। এখন পাঠক তথ্য উপাত্তের চেয়ে গরম গরম পরিবেশনাকে গুরুত্ব দিচ্ছন অধিক। এতে করে গুজব ছড়িয়ে পড়ছে বেশি!

এদিকে আমাদের কমিউনিটিতে আজকের প্রজন্মের মূল ধারার রাজনীতিতে আশাতীত সাফল্য ও অর্জন থাকলেও প্রবাসে দেশের দলীয় রাজনীতিকে টেনে আনা, মন-মগজে ধারণ, চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে আমাদের অভিবাসী সমাজ ক্রমশ পশ্চাৎমুখী বলে অনেকে মনে করেন। অতি সম্প্রতি আমাদের কনস্যুলেট অফিসে হামলার ঘটনা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কারণে বাংলাদেশীদের ইমেজও সংকটে পড়েছে। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় সাংবাদিক সমাজের বিশাল অবদান যেমন রয়েছে একই ভাবে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার দোষেও অনেকের দিকে অঙ্গুলি হেলানো যায়।

সত্য হচ্ছে কমিউনিটির অনেক অনৈক্য ও বিভক্তির জন্য কিছু সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততা কোন ভাবেই এড়ানো যায়না। আজকের বহুধা বিভক্ত ফোবানার পেছনে এইসব উচ্চাভিলাষী সাংবাদিকদের আধিপত্য বিস্তারের নানাবিধ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দায়ী। আর কেবল প্রবাসে কেন সাংবাদিকরা দেশে-বিদেশ সবখানে নানা দলে ভাগ হয়ে পড়েছেন! সাংবাদিকতার প্রথম অঙ্গিকার হচ্ছে দায়িত্বশীলতা। মানে শুধু বাহবা নয়,ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহন করার মন মানসিকতা থাকা। আমরা আজ সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তম পথকে ভুলে গেছি।

আমেরিকার বহু ভাষা-সংস্কৃতির সমাজে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকা অব্যশই জরুরি,এর কোন বিকল্প নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যাক্তির চেয়ে সমাজ বা কমিউনিটি বড়। তারচেয়ে বড় আমাদের দেশ। আমরা যতই আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দেই দিনের শেষে আমরা বাংলাদেশী। আমাদের কিন্তু বাংলাদেশী-আমেরিকান বলা হয়ে থাকে।দৈনন্দিন সকল আচার-আচরন,কার্যকলাপে জড়িয়ে আছে দেশের ভাবমূর্তির বিষয়। আর যাই হোক আমরা যেন এই সত্যটা ভুলে না যাই।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ করছি আমাদের অগ্রজ অন্যতম পথিকৃত সাংবাদিক সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক আবু তাহের, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, হাবিব রহমান, ইব্রাহিম চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, সালাউদ্দিন আহমদ সহ সকলকে-যাঁদের সাথে এই দীর্ঘ যাত্রা পথের সারথী ছিলাম। সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পেশাগত কাজে নানা ভাবে সহযোগিতা করার জন্য। তাঁদের সবার সুস্থতা কামনা করছি।

আজকের দিনে আশাবাদ থাকবে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে উপজীব্য করে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে আগামীতেও কাজ করে যাবে। আপনাদের সকল কর্মকান্ডে আমাদের সার্বিক সাহায্য সহয়োগীতা সব সময় অব্যাহত থাকবে। এই শুভক্ষণে আবারও কর্তৃপক্ষসহ বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের সকল শুভানুধ্যায়ী, সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কলা-কৌশলী এবং সকল পাঠক, দর্শকের একরাশ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

লেখকঃ সাংবাদিক ও কবি।

নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে '৮৬ ব্যাচে'র পুনর্মিলনী

















শেষ পৃষ্ঠায় পর কানেকটিকাট, ভার্জিনিয়া, বাফেলোসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৮৬ ব্যাচের সদস্য ও সদস্যাদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠান স্থল হয়ে উঠে একটি মিলন মেলায়। সকালে দূর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও ৮৬ ব্যাচের প্রচুর সংখ্যাক সদস্য সদস্য পরিবার পরিজন নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে পুরো অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে রাখেন। দুপুর ১২টার দিকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন আহবাব চৌধুরী খোকন, কাওছারুজ্জামান কয়েছ, সফিউর রহমান বাবলু, আনোয়ারুল আলম ভূইঁয়া, সুলেমান চৌধুরী, এবাদ চৌধুরী, হোসেন আহমদ, সাদিয়া ইসলাম লিমা, ফেরদৌস বক্ত, তরিকুল ইসলাম স্বপন, মোহাম্মদ এম ইসলাম। দিনের শুরুতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সাদিয়া ইসলাম লিমা, এবাদ চৌধুরী, ফয়েজ চৌধুরী, আতিকুল হক চৌধুরী, জাকির হোসেন রিপন, নূর উদ্দিন, মিজানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল নানা পুরুষ, মহিলা এবং শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খেলাধুলা পরিচালনায় ছিলেন আনোয়ারুল আলম ভূইঁয়া এবং দিনভর পুরো অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশ করে অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে রাখেন জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পি রোকশানা মির্জা, শম্পা রহমান, রাশেদ উদ্দিন হিরা, মোমিত হাসান ও তাজুল ইসলাম।

আপ্যায়ন পর্বের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন হাবিবুর রহমান পটল, আলমগীর কবির শামীম, ও আজাদ আলী।

এই বনভোজন যুক্তরাষ্ট্রের বসবাসরত গত ৩৯ বছর পূর্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বন্ধনকে সুদৃঢ় করেছে। সম্প্রীতির এক বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন আরও উপস্থিত ছিলেন শহিদুল কবির, নাহিদ আক্তার, এম ডি ফেরদৌস বক্ত, মোহাম্মদ এম ইসলাম, সুমনা বাকের, দিলারা হাসান, নাজমুল হাসান চৌধুরী, নাদিম ইকবাল, সম্পা রহমান, আবু সায়েম দেলওয়ার, জাহাঙ্গীর কবির, তারেকুল ইসলাম, হাসনা রহমান, আব্দুল আমিন, হারুনুর রসীদ, আব্দুর রাজ্জাক, আক্তার পারভিন, মোহাম্মদ রহমান, সাকির আহমদ সিকদার, আব্দুল হাই, আজিজুর রহমান, মিজানুর রহমান, সৈয়দ কিবরিয়া লিটন, সিরাজুল কামরুল, সামায়ন কবির, টি করিম সুজা, নাজমা নাজনিন। ... প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ডাকসুতে শিবিরের বিজয়: জনপ্রিয়তা না কৌশল?

২-এর পৃষ্ঠায় পর আদৌ হবে কি না বা কবে হবে, সেই পালস ছাত্রদল ঠিকমতো ধরতে পারেনি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের বোঝাপড়া ভালো থাকায় তারা সব তথ্য আগেভাগে জানতে পেরেছে এবং সেভাবেই তাদের পরিকল্পনা সাজানোর সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে ডাকসু নির্বাচনে আগেই ছাত্রদল থেকে এগিয়ে ছিল শিবির।

ছাত্রদলের ভরাডুবির কারণ সম্পর্কে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী সুজন মিয়া বলেন, ৫ আগস্টের পর ছাত্রদল শুধু ক্রেডিট নেওয়ার রাজনীতি করেছে। বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে যে চাঁদাবাজি ও সহিংসতার অভিযোগ উঠছে, তার প্রভাব পড়েছে ডাকসু নির্বাচনে।

মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী নাইম ইসলাম মনে করেন, হল পর্যায়ে ছাত্রদলের সংগঠন গোছানোর তৎপরতাকে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে নেয়নি। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হল পর্যায়ে রাজনীতি বন্ধে জনমত তৈরি হয়েছে।

নাইম ইসলাম বলেন, 'অভ্যুত্থানের পর আমরা চেয়েছিলাম, হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ থাকুক। কিন্তু সরকার পতনের পর ছাত্রদল হল কমিটি দিয়ে আবার দখলদারত্বের রাজনীতি শুরু করে। তাদের কর্মীরা ভিন্নমতাবলম্বীদের হুমকি দেয়।'

তবে ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সম্পাদক মমিনুল ইসলাম জিসান বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে 'তড়িঘড়ি' করে ডাকসু নির্বাচনের আয়োজনকে দায়ী করেছেন। আজকের পত্রিকাকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার 'পূর্ণ প্রস্তুতি' ছাত্রদলের ছিল না। নির্বাচনে যাওয়া নিয়েও 'সিদ্ধান্তহীনতায়' ছিলেন তাঁরা। তা ছাড়া 'ছাত্রদলকে হারাতে কারসাজি' পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্র বলছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণায় শিবির থেকে বহুগুণে পিছিয়ে ছিল ছাত্রদল। অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর ছাত্রদলের 'অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস' এবং গত এক বছরে ক্যাম্পাসে সংগঠনটির সার্বিক অবস্থান নির্বাচনে তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ডাকসুতে শিবিরের উত্থানের কারণ

স্বাধীনতার পর ডাকসু নির্বাচনে যেখানে কখনো কোনো প্যানেল নিয়েই দাঁড়াতে পারেনি, সেখানে এবার পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করে ২৮টি পদের মধ্যে ২৩টিতেই জয়ী হয়েছে ছাত্রশিবির। এর জন্য প্যানেলে বৈচিত্র্য রাখা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় প্রচার কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনার কৌশলকে তাদের জয়ের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন শিক্ষার্থীরা।

তাঁদের মতে, এসব কৌশলের কারণে ভোটের মাঠে আর সব সংগঠন থেকে এগিয়ে ছিল ছাত্রশিবির।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহানা ইয়াসমিন বলেন, 'জুলাই অভ্যুত্থানের পর ক্যাম্পাসে শিবিরের অ্যাপ্রোচ আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। তারা হলগুলোতে পানির ফিল্টার বসিয়েছে, টিএসসিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লিখন প্রতিযোগিতা, সায়েন্স ফেস্ট করেছে; যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নজর কাড়ে। কিন্তু অভ্যুত্থানের পর ছাত্রদলের এমন কোনো কার্যক্রমই চোখে পড়েনি।'

রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী রৌদমিলা ইসলাম বলেন, 'শিবির ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। সবার জন্য কাজ করেছে। আমরা সচরাচর দেখেছি, বিরোধীপক্ষকে দমনের চেষ্টা রাজনীতির অংশ। কিন্তু শিবির যখন প্রতিরোধ পর্যদের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসুর খোঁজ নিতে হাসপাতালে গেল, তখন তা একধরনের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহম্মেদ বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা প্যারাডাইম শিফট হয়েছে। দায় চাপানোর রাজনীতি এখন আর আমরা চাই না। শিবিরকে ইশতেহার দেখে নয়; বরং দায় না চাপানোর আচরণ দেখে অনেকে ভোট দিয়েছে।'

সামানিয়া জান্নাতি নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'আমাদের মনে ভয় ছিল, ছাত্রদল ছাত্রলীগের মতো ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে কি না। সেই ভয় থেকেই বিকল্প হিসেবে আমরা শিবিরকে ভোট দিয়েছি। গত এক বছরে ছাত্রদলের কর্মকাণ্ডও খুব সমালোচিত ছিল।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, গত দুই দশকে ধারাবাহিকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই হার বাড়ছে। ঢাবির বেশির ভাগ মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর ভোট পেয়েছে শিবির।

জয় পেতে কী করেছে শিবির

গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে শিবির। শুরুতেই তারা পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় সাংগঠনিকভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন হলে পানির ফিল্টার বসানো, হলের গার্ড রুমে সাইকেলের পাম্পার রাখা, বিনা মূল্যে জরুরি ওষুধ সরবরাহ, কোরবানির ঈদে হলে অবস্থান করা শিক্ষার্থীদের জন্য কোরবানি ফেস্টের আয়োজন।

এর বাইরে কোচিং সেন্টার, ছাত্রদের মেস ও হলে হলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচার চালায় শিবির। এ ছাড়া ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অনলাইনেও প্রচার চালায় তারা।

এ ছাড়া আগের রেওয়াজ থেকে সরে এসে ডাকসুতে নিজেদের প্যানেলে নারী ও অমুসলিম শিক্ষার্থীকে প্রার্থী হিসেবে রাখায় অনেকের কাছে তাদের প্যানেলকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এ ছাড়া প্যানেলের নারী প্রার্থীদের মিডিয়ার সামনে আনাকেও ইতিবাচক হিসেবে দেখেছেন অনেকে।

ডাকসুতে শিবির প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্যপদে নির্বাচিত মো. মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ বলেন, 'আমরা সব সময় শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করেছি। হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করেছি, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেছি। অভ্যুত্থানের আগেও এসব কাজ করেছি। কিন্তু আগের সরকারের আমলে প্রকাশ্যে এসব করতে পারিনি। আমরা কোনো ট্যাগিংয়ের রাজনীতি করিনি। আমাদের আচার-আচরণ শিক্ষার্থীরা জানে। হয়তো এ জন্যই আমাদের বিকল্প হিসেবে দেখেছে।'

কৌশলগত পরিকল্পনাই শিবিরের বড় জয়ের মূল কারণ বলে মনে করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম। তিনি বলেন, ঢাবিতে শিবিরের দীর্ঘদিনের গ্রাউন্ড আছে। তারা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল কাজে লাগিয়েছে। হলের সমস্যা থেকে শুরু করে নানা ইস্যুতে সরাসরি অংশ নিয়েছে। কাজ করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রেখেছে; যা শিক্ষার্থীদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ বলেন, শিবিরকে বেছে নেওয়ার পেছনে ছাত্রদের মন জয় করার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের কথাবার্তায় সাবলীলতা আছে, স্বাভাবিকতা আছে, কোনো হিরোইজম নেই। তাদের যোগাযোগের দক্ষতা, ইশতেহার ও কথার সঙ্গে কাজের মিল ছাত্ররা হয়তো ভালোভাবে নিয়েছেন। আবার শিবির বারবার জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা টেনে আনতে পেরেছে। এসব বিষয়ে ছাত্রদল বা অন্য সংগঠনগুলো পিছিয়ে ছিল।

বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ২ নভেম্বর














শেষ পৃষ্ঠায় পর বছরপূর্তী অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীর উদযাপন করবে। ১৯৭৫ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অগ্রযাত্রার ৫০ বছর' শ্লোগানে আগামী ২ নভেম্বর, রোববার নিউইয়র্কের টেরেস অন দা পার্ক কনভেনশন হলে সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উদযাপন করা হবে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী একথা জানান। খবর ইউএনএ'র।

সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষনা করা হয়। যার মধ্য রয়েছে- সাবেক কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা, বিশেষ আলোচনা সভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিশেষ পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান, প্রবাস ও কমিউনিটিতে অবদান রাখা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এছাড়াও স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি প্রভৃতিও থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, ডা. ওয়াদুদ ভুইয়া, ডা. মিয়া, এম আজিজ ও আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান ও ফখরুল আলম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে আজিমুর রহমান বুরহান, আজহারুল ইসলাম মিলন, হাওলাদার, ডা. এনামুল হক, আহসান হাবিব, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, মোহাম্মদ আতরাউল আলম ও নাঈম টুটুল এবং সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপর সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর ২০০১ সালের ৯/১১ এর ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এবং দেশ-জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মাসুম। এরপর এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে মোহাম্মদ আলী জানান, সোসাইটির ৫০ বছরপূর্তী উদযাপন অনুষ্ঠানের আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ হাজার ডলার। তবে সোসাইটির ফান্ড থেকে কোন অর্থ খরচ করা হবে না। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সোসাইটির এই অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির ভবন অর্থাৎ বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠাই মূল লক্ষ্য। এজন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা ফান্ড রেইজ করে অর্থ সংগ্রহ করবো। আর সোসাইটি ভবনের নাম হবে বাংলাদেশ সোসাইটির নামে।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী বক্তব্যে বলেন, প্রায় ২৭ হাজার নিবন্ধিত সদস্যের সর্ববৃহৎ প্রবাসী সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক। এ বছরের নভেম্বর মাসে গৌরবময় ৫০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। অর্ধশতাব্দীর এই ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপনকে কেন্দ্র করে আমরা হাতে নিয়েছি নানাবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ, যা আজ আপনাদের সামনে প্রাথমিকভাবে তুলে ধরতে এবং আপনাদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কমিউনিটি এবং সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাতে আজকের এই আয়োজন।

আজ বিশেষ দিন ১১ সেপ্টেম্বর। এই দিনটি আমাদের সবার জন্য গভীর বেদনার, কারণ ২০০১ সালের এই দিনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় হাজারো নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমাদেরই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ভাই-বোন। সোসাইটি ইন্ক-এর পক্ষ থেকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ৯/১১-এ সকল নিহতদের। প্রার্থনা করছি তাঁদের আত্মার শান্তির জন্য এবং তাঁদের পরিবার যেন ধৈর্য ও শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পাওে এবং সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি কেবল একটি সংগঠন নয় এটি প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঐক্যের প্রতীক, পরিবারের বন্ধন, এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তি। ১৯৭৫ সালে যাত্রা শুরু করা এই সংগঠন আজ অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি স্বনির্ভর, প্রভাবশালী ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি যাঁরা এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছেন। বাংলাদেশ সোসাইটির এই সাফল্যময় অর্ধশতাব্দীতে প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যরা বিশাল একটি স্বপ্নের বীজ বপন করে গেছেন। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে। আজ বাংলাদেশ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই দীর্ঘ যাত্রায় প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের সকল নেতৃবৃন্দ, সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের শ্রম, ত্যাগ, দিকনির্দেশনা এবং অবদানের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই। একইসঙ্গে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের প্রতি, যাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁদের ত্যাগ, ভালোবাসা ও নিবেদিত সেবা আজও বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মোহাম্মদ আলী তার লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, করোনা মহামারি থেকে শুরু করে যে কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে প্রতিটি সদস্যের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সোসাইটি প্রমাণ করেছে সদিচ্ছা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকলে তার বাস্তবায়ন সম্ভব। এর মাধ্যমে প্রবাসে থাকা সদস্যদের কল্যাণ ছাড়াও বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বার বার অনন্য নজির স্থাপন করেছে বাংলাদেশ সোসাইটি। এই সংগঠন বিভিন্নভাবে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে। প্রবাসীরাও এসব সেবায় উপকৃত হচ্ছেন। ভ্রাম্যমান কনস্যুলেট সার্ভিস, ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত তথ্যসেবা, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বাংলা শিক্ষার জন্য বাংলা স্কুল স্থাপন যা কুইন্স এবং ব্রুকলীনে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে এছাড়াও দৈনন্দিন নানান প্রয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটি পাশে দাঁড়িয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের। নিজস্ব কবরস্থানের মাধ্যমে সোসাইটি তার একটি বড় সামাজিক দায়িত্বে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছে।

মোহাম্মদ আলী বলেন, ৫০ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রা কেবল উৎসবের নয়, এটি আবেগ, দায়িত্ব ও স্মৃতিরও যাত্রা। তাই মূল অনুষ্ঠানের আগে আমরা আয়োজন করব কয়েকটি ছোট কিন্তু অর্থবহ কর্মসূচি। তার মধ্যে রয়েছে- স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল, রক্তদান কর্মসূচি, কমিউনিটি আলোচনা সভা প্রভৃতি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি আগামী ২ নভেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত কনভেনশন হল টেরেস অন দা পার্কে, অনুষ্ঠিত হবে সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন। বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই অনন্য আয়োজন, যেখানে মিলিত হবে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আবেগ, কৃতজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের প্রাথমিক কর্মসূচির মধ্যে থাকবে- সাবেক কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রধান, বিশেষ আলোচনা সভা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনী, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিশেষ পরিবেশনা ও সম্মাননা প্রদান, প্রবাস ও ৪৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন





ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

২০২৫ এর জন্য এইচএইচএস পোভার্টি গাইড লাইনঃ

১ মার্চ ২০২৫ থেকে-২০২৫ এর পোভার্টি গাইড লাইন কার্যকর হয়েছে। একজন ব্যক্তি বা পরিবার কতিপয় সরকারী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করা হয় পোভার্টি গাইড লাইন দিয়ে।

ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এসব গাইড লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফ্যামিলি স্পন্সরশীপ এবং এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্টের ক্ষেত্রে।

ইউএস সিটিজেন অথবা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট যারা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্যে স্পন্সর করতে চান তাদের উপার্জন অবশ্যই ফেডারেল নির্ধারিত পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী হতে হবে।

ইউএসএ'র সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরতদের স্পাউস এবং সন্তানদের জন্য আবেদন করতে ১০০ ভাগ হাউস হোল্ড পোভার্টি গাইড লাইনঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য ২ জন = ২১,১৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৩ জন = ২৬,৬৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৪ জন = ৩২,১৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৫ জন = ৩৭,৬৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৬ জন = ৪৩,১৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৭ জন = ৪৮,৬৫০ ডলার
পরিবারের সদস্য ৮ জন = ৫৪,১৫০ ডলার

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জনের অধিক হলে বাড়তি প্রত্যেকের জন্য অতিরিক্ত ৫,৫০০ ডলার যোগ করতে হবে।

অন্যান্য স্পন্সরদের জন্য ২০২৫ সালের পোভার্টি গাইড লাইনঃ

উল্লেখ্য যে, ইউএস সিটিজেন অথবা আইনসঙ্গত পার্মানেন্ট যারা তাদের কোন পারিবারিক সদস্যকে পার্মান্টে রেসিডেন্ট হিসেবে স্পন্সর করতে চান, তাদের উপার্জন অবশ্যই ফেডারেল পোভার্টি গাইড লাইন লেভেলের ১২৫ শতাংশের সমান কিংবা তার বেশি হতে তবে।

অন্যান্য স্পন্সরদের জন্য ২০২৫ সালের পোভার্টি গাইড লাইনঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা পোভার্টি গাইড লাইন

পরিবারের সদস্য ২ জন- ২৬,৪৩৭ ডলার
পরিবারের সদস্য ৩ জন- ৩৩,৩১২ ডলার
পরিবারের সদস্য ৪ জন- ৪০,১৮৭ ডলার
পরিবারের সদস্য ৫ জন- ৪৭,০৬২ ডলার
পরিবারের সদস্য ৬ জন- ৫৩,৯৩৭ ডলার
পরিবারের সদস্য ৭ জন- ৬০,৮১২ ডলার
পরিবারের সদস্য ৮ জন- ৬৭,৬৮৭ ডলার

পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জনের অধিক হরে প্রত্যেকের জন্য অতিরিক্ত ৮,৮৭৫ ডলার যোগ করতে হবে।

ভিসা বুলেটিন দ্বৈত ভিসা চার্টঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ক্যাটাগরিতে পৃথক দু'টি চার্ট প্রকাশ করে থাকে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই চার্টটিকে চার্ট 'এ' বলা হয়। এই ক্যাটাগরিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় চার্টটি হচ্ছে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তভাবে ফাইল কারার লক্ষ্যে। এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট 'বি' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ।

চার্ট 'বি' ভিসা হচ্ছে ভিসা আবেদন ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ইউএস ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতিমাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয় চার্টই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এই বিভাগের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আর আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যে ভিসা বুলেটিনের দ্বৈত চার্ট প্রকাশ করা হয়।

সেপ্টেম্বর ২০২৫ ভিসা বুলেটিনঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) সেপ্টেম্বর ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ২০২৫'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যকশন ডেট' বলতে সেই ডেটকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ধারিত হয় এর পূর্বে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে তেমন অগ্রগতি হয় নাই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস :

প্রথম: (এফ ১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : জুলাই ১৫, ২০১৬।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ ২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং সন্তান ঃ সেপ্টেম্বর ০১, ২০২২।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী) ঃ অক্টোবর ১৫, ২০১৬।

তৃতীয় ঃ (এফ ৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ আগস্ট ০১, ২০১১।

চতুর্থ ঃ (এফ ৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ জানুয়ারি ০১ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে সাধারণত আমরা যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে– ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করা ভালো।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

প্রত্যাশায় রাহুমুক্তি
কাজী আতীক

ইতস্তত কিছু বিন্দু আলোর স্ফূরণ
পর্যাপ্ত নয় ঘোচাতে এই অন্ধকারের কালো
তবে নিশ্চিত অনুভবে আশায় বসত যেনো
ভাবতে পারি প্রারম্ভ এক উদ্ভাসিত আলোর,

চাপা ক্রোধ থেকে উৎসারিত সম্মিলিত দ্রোহ,
প্রত্যাশায় জনজোয়ার, শৃঙ্খল হবে উন্মুক্ত।

পূর্ণগ্রহন- হয়তো এখনো কিছুটা দেরি
যখোন পূর্ণ হবে গ্রাস- শেষ হবে রাহুকাল,
অতঃপর এক অনন্য খোঁজ শোভন সময়ের
আসবে অচিরেই সেই শুভ রাহুমুক্ত তিথি।



আমাকে মনে রেখো সোনার মুকুট
আবু আফজাল সালেহ

আমি কী আভিজাত্যে বন্দি হয়েছি?
হতেও পারে
কোনোদিন তো ভাবিনি এমন
এক শ্রমিক সাহস করে করেছেন এ প্রশ্ন!
তারপরে গভীর অন্ধকারে
বিবেক জাগিয়ে তুলে আনল এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি
একবার দুইবার তিনবার অসংখ্যবার

আসলেই, আমি কী আভিজাত্যে বন্দি হয়েছি?
এমন তো ভাবিনি কোনোদিন!
আসলে, এমন ভাবা কী আগেই উচিত ছিল?

আমাকে মনে রেখো সোনার মুকুট।

বেতাল বৈচিত্র
সায়ীদ আবুবকর

যত দূর চোখ যায়, গাছ আর গাছ। দূর থেকে
আমি শুধু গাছ দেখি। গাছের নিকটে যত যাই,
হয়ে যাই হতভম্ব; দেখি, গাছ আর গাছ নেই;
হয়ে গেছে তারা সব বট, শিশু, কড়ই, জারুল,
আম, জাম, হরিতকি; তেঁতুল, তমাল কেউ কেউ;
কেউ কেউ বেল, লিচু, আমলকি, কাঁঠাল, অশ্বত্থ।

দূর থেকে আমি শুধু পাখি দেখি। কি চমৎকার
ওড়াউড়ি করে শূন্যে! বাতাসের পিঠের উপর
সওয়ার হয়ে যেন ছুটে যায় অশ্বের গতিতে
কোনো যুদ্ধে! কিন্তু যত পাখির নিকটে যাই, দেখি
পাখি আর পাখি নেই; হয়ে গেছে তারা সব চিল,
ঈগল, সিগাল, কাক, পাতিহাঁস, দোয়েল, শালিক,
কবুতর, কানাকুয়ো; বাবুই, শকুন কেউ কেউ;
কেউ কেউ ঘুঘু, পেঁচা, মাছরাঙা, চড়ুই, কোকিল।

যত দূর চোখ যায়, দেখি শুধু মানুষ, মানুষ;
নদীর ঢেউয়ের মতো চলেছে মানুষ ছুটে। কিন্তু
যত কাছে যাই, দেখি মানুষ মানুষ নেই আর;
তারা সব হয়ে গেছে পুরুষ-মহিলা, সাদা-কালো;
চাইনিজ, জাপানিজ, স্প্যানিশ, বাঙালী, কোরিয়ান;
মুসলিম, শিখ, হিন্দু, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ জৈন ও ইহুদি।

স্টেথোস্কোপ
বশির আহমেদ

আম্মা ছিলেন যত্নের অভিধান,
আম্মার কাছে শিখেছি কিভাবে যত্ন করতে হয়।
আমিও এখন একটু একটু করে যত্ন করি,
বারবার লিখি কাটি এবং ভাবি।
বেশি জ্বর হলে আম্মা উদ্বিগ্ন হয়ে মাথায় জলপট্টি দিতেন,
ডাক্তারের ভূমিকায় খুঁজে বের করতেন খুঁটিনাটি সমস্যা।
আমি আম্মার মায়াডোর অনুকরণ করি,
ভাবনার স্টেথোস্কোপে নির্ণয় করি কবিতার অসুখ।

দুর্দিনে কাহিল মন
মামুন সুলতান

অন্তর কাহিল হলে শুকিয়ে আসে চেতনা
চোখে মুখে নেমে আসে চৈতালি খানাখন্দ
বিশীর্ণ নদীর মত থেমে যায় ভাবনার স্রোত
বিচলিত বৈরাগ্যে বেড়ে যায় বুকের ধুকধুকি

কেমন এক পাথর চেপে আছে এই বুকে
ব্যথায় কাঁপে প্রতিটি শিরা-পাঁজরাস্থি
বিদীর্ণ বুকের জ্বালা অসহায় করে তুলে
যন্ত্রণা-দগ্ধ অসুখে প্রতিদিন কাহিল হয় মন

নিরাময় কবে হবে নিয়মিত প্রার্থনায় ভাবি
নীরোগ জীবন বুঝি এ-জীবনে দেবে না দেখা
কাম-চেতনা অর্থহীন অনটন নিয়ে
সুশ্রী-মাধুর্য মালতি কবে গেঁথেছিলো সুখের মালা?

বিকল জীবন নিয়ে তোমার বকুলে চাইব না ঘ্রাণ
অন্তরে অতৃপ্তি থাক দুর্দিন দুলে উঠুক দোলনায়
কেঁপে কেঁপে কেটে যাক দিনরাত বেদনা অসুখে
সুখের আঁচলে তোমরা থেকো তোমাদের মত।



রেল ষ্টেশন দর্শন
দীপঙ্কর ইমন

কখনো হাসি দেখেছি যুবতীর ঠোঁটে
কখনো জননীর এক জোড়া চোখ ভিজে গেছে জলে
কতশত যাত্রীর উঠানামা
কত প্রিয়মুখের অপেক্ষায়...
কত শেষ যাত্রা....

কোথায় যেন
রেল ষ্টেশন মিলে যায় পৃথিবীর সাথে।

আমরা কেবল বুঝতে পারি না তার আক্ষরিক দর্শন।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির দর্শক নন্দিত

TiME television

এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



লায়ন্স

শাহ নেওয়াজ

প্রেসিডেন্ট ও সিইও: শাহ নেওয়াজ গ্রুপ

ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সোসাইটি

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television

এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



রানো নেওয়াজ

ভাইস প্রেসিডেন্ট: শাহ নেওয়াজ গ্রুপ

মেরী জোবায়দার প্রার্থীতা ঘোষণা: ক্যাম্পেইনে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন





















শেষ পৃষ্ঠায় পর

করতালির মাধ্যমে তিনি তার প্রার্থীতা ঘোষণা করেন। তার এই ঘোষণায় নিউইয়র্ক সিটির সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মূলধারার রাজনীতিক সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, প্রবীণ প্রবাসী আবুল কালাম, অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ২৪-এর আগামী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী মাহতাব খান, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশী-আমেরিকান সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আমীন মেহেদী, এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, অ্যাসাল কুইন্স চ্যাপ্টারের সভাপতি কাজী ফরিদ আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মইনুজ্জামান চৌধুরী, ফকু চৌধুরী, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, সানি মোল্লা, মাজেদা উদ্দিন, সেলিনা উদ্দিন, ভারতীয় শিখ কমিউনিটির নেতা জাপরেট শিং, আমেরিকান কমিউনিটি হারলেম-এর লিডার জুলিয়ান সেজুরা, ইউনিয়ন লীডার রবার্ট রেমস এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও টিবিএন-২৪ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এ এফ এম মিসবাহউজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা ৩ -এর পৃষ্ঠার দেখুন

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



জাবেদ আহমেদ

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



সামছুল ইসলাম

সম্মানিত সদস্য, এস্টোরিয়া ওয়ালফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি

সিইও, আইজে ক্রিয়েটিভ সল্যুশন

(প্রিন্টিং, ডিজাইন, মেইলিং ও মার্কেটিং)

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার

ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ সোসাইটি

সভাপতি, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোহাম্মদ আলী

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



ফজলুর রহমান

সভাপতি, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী

উপদেষ্টা: এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আমির আলী

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মাইনুজ্জামান চৌধুরী

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ইনভেস্টর

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোঃ জহিরুল হক

সাংবাদিক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



খন্দকার মারুফ আহাম্মদ

নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্স রিয়েলটর

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



লুৎফুর রহমান

সহ-সভাপতি, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



এমদাদ এইচ ভুঁইয়া রাজু

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



অলিউর রহমান

কার্যনির্বাহী সদস্য, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



তজম্মুল হোসেন

সাবেক সভাপতি, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



রশিদ আহমেদ

সম্পাদক, নিউইয়র্ক বাংলা

কোষাধ্যক্ষ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



চৌধুরী সালেহ

উপদেষ্টা, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



রেজাউল আলম অপু

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি, ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আব্দুল হাশিম হাসনু

সাবেক সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, বাংলাদেশের সোসাইটি

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাকা

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আবু তালেব চৌধুরী চান্দু

সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন মিশিগানের অভিষেক





বিশেষ প্রতিনিধিঃ দক্ষিণ সুরমা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন মিশিগানের ২০২৫-২৬ কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ারেন শহরের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টে বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে কমিনিটি নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশগ্রহণ করেন। এসোসিয়েশনে সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সাংবাদিক-কবি হেলাল উদদীন রানা। বিশেষ অতিথি ছিলেন হ্যামট্রামিক সিটির ডেপুটি মেয়র আবু আহমদ মুসা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী আব্দুর রহিম, আইনজীবী সালেহ আহমদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা শাহ ছমির উদ্দিন, কলমন্দর আলী, ওসমানী পরিষদের সভপতি নূরুল হক, মোস্তাক আহমদ মুক্তা, মিশিগান বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বকুল তালুকদার, সালেহ আহমদ বাদল, আইনজীবী মুজিবুর রহমান শাহীন, নজরুল ইসলাম, আলমগীর আলী, তাহির আলী, মানিক মিয়া, পংকি মিয়া, আক্কাছ উদ্দিন আক্কাই, এনাম আহমদ, সুলতান আহমদ, আব্দুল হাই পারভেজ ও এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন জাবেদ।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে নতুন কার্যকরী কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন।

সাংবাদিক হেলাল উদদীন রানা তার বক্তব্যে দক্ষিণ সুরমাকে দক্ষিণ সদরের মর্যাদা প্রদানের দাবী জানিয়ে বলেন, নদীর উত্তর পাড়কে যদি সদরের মর্যাদা দেয়া হয় তাহলে দক্ষিণকে কেন নয়। উত্তরের চেয়ে দক্ষিণের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়।

দক্ষিণে রয়েছে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়। সিলেট রেলওয়ে স্টেশন, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, বিসিক শিল্প নগরী, পাসপোর্ট অফিস, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা। তাছাড়া দক্ষিণ শহরের প্রবেশদ্বার হিসাবেও স্বীকৃত।



হ্যামট্রামিক সিটির ডেপুটি মেয়র আবু আহমদ মুসা তার বক্তব্যে বিপুল ভোটে তাকে নির্বাচিত করার জন্য হ্যামট্রামিকবাসী সহ মিশিগানের সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীদের ধন্যবাদ জানান। মুসা বলেন, আমি আপনাদের সন্তান। আমি আশা করি আগামী দিনেও আমার প্রতি আপনাদের এই স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মিশিগানের জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী সৈয়দ শাফি সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের বিমোহিত করেন। পরে অভ্যাগতদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।





৪ লক্ষাধিক অভিবাসীর সুরক্ষা বাতিল হচ্ছে!

মামদানি নিউইয়র্ক

শেষ পৃষ্ঠায় পর

নিকারাগুয়া এবং ভেনেজুয়েলায় থেকে আগত প্রায় ৪৩০,০০০ অভিবাসীর আইনি সুরক্ষা শেষ করতে পারবে। ১ম ইউ.এস. সার্কিট কোর্ট অফ আপিলের তিন বিচারকের প্যানেল এই রায় দেন।

এপি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়ে, বাইডেন প্রশাসনের সময় চালু হওয়া অভিবাসীদের আইনী সুরক্ষায় দুই বছরের কাজের অনুমোদনসহ নতুন ও সম্প্রসারিত বসবাসের পথ তৈরি করা। তবে মার্চে ট্রাম্প প্রশাসন মানবিক প্যারোল সুরক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেয়।

বিচারকরা রায়ে লিখেছেন, "আমরা ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের নির্দেশে উল্লিখিত ক্ষতির ঝুঁকি স্বীকার করি। যেখানে যারা বৈধভাবে দেশটিতে এসেছিলেন, তাদের অল্প সময়ে দেশের বাইরে যাওয়া ছাড়া বিকল্প ছিল না। এতে পরিবার, সম্প্রদায় এবং বৈধ চাকরি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং স্বদেশে বিপদের মুখোমুখি হতে হতে হবে। কিন্তু মামলা জেতার সম্ভাবনার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া এই ক্ষতির ঝুঁকি একাই ছগিতাদেশের কারণ হতে পারে না।" দুই পৃষ্ঠার রায়ে ডিস্ট্রিক্ট আদালতের ছগিতাদেশ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং প্রশাসনকে এই অভিবাসী গোষ্ঠীর মানবিক প্যারোল শেষ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে, যদিও মামলা চলাকালীন এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এটি ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি আইনি জয় হলেও বাস্তবে পরিছিতিতে কোনো পরিবর্তন আনে না।

জাস্টিস অ্যাকশন সেন্টারের আইনগত পরিচালক এন্থ্রার সঙ বলেন, "এই রায় সবার জন্য ক্ষতিকর। কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া ও ভেনেজুয়েলায় থেকে আগত মানুষরা সরকারের সমস্ত শর্ত পূরণ করেছে, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন অযৌক্তিকভাবে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেনি। আমরা হতাশ, তবে আমাদের ক্লায়েন্ট ও শ্রেণির সদস্যদের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যাব।"

ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট এপ্রিল মাসে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত ছগিত করেছিলেন, তবে সুপ্রিম কোর্ট মে মাসের শেষের দিকে সেই ছগিতাদেশ তুলে নেয়।

ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দেয়, আপিল আদালত সুপ্রিম কোর্টের মতো ডিস্ট্রিক্ট আদালতের রায় বাতিল করবে।

যুদ্ধকালীন পরিছিতি থেকে পালানো মানুষদের জন্য এই সুরক্ষা সবসময় অছায়ী ছিল, এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ক্ষমতা ছিল এগুলো প্রত্যাহার করার, আদালতের বাধা ছাড়াই।

আইনজীবীরা বলছেন, প্যারোল শেষ করা কেস-বাই-কেস করলে এটি "অসাধারণ কাজ" হয়ে যাবে এবং অভিবাসীদের প্রত্যাহারের প্রচেষ্টা ধীর হবে।

অভিযোগকারীরা যারা আইনি সুরক্ষা ভোগ করেছিলেন, আদালতের কাছে ডিস্ট্রিক্ট আদালতের রায় মান্য করার আবেদন জানিয়েছেন। তারা উল্লেখ করেছেন, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সচিব ক্রিস্টি নোয়েম এই গোষ্ঠীর জন্য সাধারণভাবে সুরক্ষা শেষ করতে পারেন না, বরং প্রতিটি মামলা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে।

রায়ে বলা হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট আদালত যথাযথভাবে আইন প্রয়োগ করেছে।

আইনজীবীরা আদালতে উল্লেখ করেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এই পদক্ষেপ ইতিহাসে প্রথম বৃহৎ মানবিক প্যারোল প্রত্যাহার, এবং এটি "আধুনিক আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অনিয়মিত অভিবাসন অবৈধকরণ" বলে উল্লেখ করেছেন।

শেষ পৃষ্ঠায় পর

একক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে মামদানী পরাজিত হতে পারেন। পাশাপাশি তিনি অপর প্রার্থী সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমোর সমালোচনা করে বলেন, কভিড নাইনটিন-এর সময় নার্সি হোম পরিচালনার ক্ষেত্রে কুওমোর কিছু অসুবিধা ছিল, যার ফলে অনেকের মতে নিউইয়র্কের হাজার হাজার বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। ট্রাম্প মনে করেন বিগ অ্যাপে হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক সিটির ভোটারদের সামনে কার্যকর প্রার্থী নেই- এটা দু:খজনক। তবে তিনি আরো বলেন যে, একজন সমাজতন্ত্রী তার নিজ শহরের মেয়র হতে পারেন বলে মনে হচ্ছে, এটা 'আশ্চর্যজনক'। এসময় তিনি বলেন, মামদানীকে টাকার জন্য ওয়াশিংটনে আসতে হবে। এদিকে জোহরানাম মামদানীর সাম্প্রতিক জরিপে এগিয়ে থাকার বিষয়টিকে ট্রাম্প এবং তার মিত্ররা হতাশাজনক হিসেবেই দেখছেন।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



সারোওয়ার চৌধুরী

সভাপতি, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইন্‌ক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



শাহ বদরুজ্জামান চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন ইন্‌ক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



তোফায়েল চৌধুরী

President: Gree Mechanical Yonkers

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



সালিক আহমদ

কার্যনির্বাহী সদস্য, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক্

'সিআই' এর এজেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার খুব নাজুক অবস্থায় আছে। সেনাবাহিনীর সঙ্গেও এই সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই সুযোগে বর্তমান সরকারকে পরিবর্তন করতে বাংলাদেশে এসেছেন। সরকারি উচ্চ ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ের একাধিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেছেন।

পুলিশ বলছে, সকালে এনায়েত করিম চৌধুরী প্রাডো গাড়িতে করে মিন্টো রোড এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন। গাড়ি থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করার বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি। পরে তাঁকে আটক করে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়ে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পাশাপাশি সোমবার রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেন।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম বলেন, এনায়েত করিমের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হতে পারে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। তাঁকে মূলত গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) আটক করে। পরে রমনা থানার পুলিশের মাধ্যমে আদালতে পাঠানো হয়।

আদালতে জমা দেওয়া পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি ৬ সেপ্টেম্বর সকালে নিউইয়র্ক থেকে কাতার এয়ারওয়েজে করে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন। প্রথম দুদিন তিনি সোনারগাঁও হোটেলে ছিলেন। পরের কয়েক দিন গুলশানে ছিলেন। তিনি ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান। ২০০৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট পান।

ড. ইউনূস নিউইয়র্ক আসবেন সোমবার

প্রথম পৃষ্ঠার পর সফরসঙ্গী হিসেবে নিউইয়র্কে আসছেন চারজন রাজনীতিবিদ। তাঁরা হলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, জাতীয় নাগরিক পার্টি - এনসিপি' সদস্য সচিব আখতার হোসেন এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

উল্লেখ্য, এবারের অধিবেশনে ড. ইউনূস তার ভাষণে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী তার সরকারের এক বছরের সাফল্যের পাশাপাশি নতুন বাংলাদেশ গড়া আর রোহিঙ্গা ইস্যু বিষয় তুলে ধরবেন বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে।

কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় আলোকবর্তিকা

২০-২১ সেপ্টেম্বর, শনি ও রোববার এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরের বলরুমে। মিডিয়া দু'টির বর্ষপূর্তির এবারের অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'শোকেসিং দ্যা জেনারেশন ভয়েস অব চেঞ্জ : দ্যা পাওয়ার অব ইয়্যুথ'। দু'দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে বিজনেস শো এন্ড সেমিনার, শুভেচ্ছা বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও নৈশ ভোজ। বিজনেস শো-তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল ছাড়াও থাকবে বিশেষ আলোচনা। সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী প্রতীক হাসান ও রেশমী মির্জা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। এছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরাও সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীর মূল অনুষ্ঠানে কী নোট স্পীকার থাকবেন প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান ও মুসলিম সিটি কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ।

সাবওয়েতে দূর্বৃত্তের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘুষি মারতে থাকে। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই যুবকটি পালিয়ে যায়। তার ধারণা যুবকটি মেক্সিকান হতে পারে। এ ঘটনার পর ৯১১ এ কল দিলে পুলিশ ও ইমার্জেন্সী টিম এসে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় হাসপাতালে। হামলায় তার নাক চোখে আঘাত লাগে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মুখোশ ব্যবহার বন্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে অভিবাসন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় নেক গেইটার, স্কি মাস্ক বা অন্যান্য মুখ ঢাকার সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে আন্ডারকভার এজেন্ট, চিকিৎসা সংক্রান্ত মাস্ক (যেমন এন-৯৫) বা কৌশলগত সরঞ্জামের জন্য ব্যতিক্রম থাকবে।

ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত আইনসভা বৃ হস্পতিবার বিলটি অনুমোদন করেছে। এখন গভনর গ্যাভিন নিউজমের হাতে রয়েছে এক মাস সময়তিনি চাইলে এটি আইনে স্বাক্ষর করতে পারেন। যদিও তিনি আগেও ফেডারেল এজেন্টদের মুখোশ ব্যবহারের সমালোচনা করেছিলেন, তবু এ বিষয়ে রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বিল সমর্থকরা বলছেন, এটি অত্যন্ত জরুরি, বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট যখন লস অ্যাঞ্জেলসে ব্যাপক অভিবাসন অভিযান চালানোর অনুমতি দিয়েছে। অ্যাসেম্বলিমেম্বার জুয়ান কারিয়ো বলেন, "রাস্তা, ভাষা বা পেশার ভিত্তিতে ফেডারেল এজেন্টরা এখন মানুষকে থামাতে পারছে। মুখোশ পরে অস্ত্র তাক করা হলে মানুষ কিভাবে বুঝবে তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, না কি অপহরণকারী?"

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ আরউইন চেমেরিনস্কিও বিলটির পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ফেডারেল কর্মীরা রাজ্যের কিছু নিয়ম মানতে বাধ্য, যদি না তা সরাসরি তাদের দায়িত্ব পালনে বড় ধরনের বাধা সৃ ষ্টি করে। তিনি মনে করিয়ে দেন, আইসিই এজেন্টরা আগে কখনো গ্রেপ্তারের সময় মুখোশ ব্যবহার করেননি এবং এতে কোনো সমস্যাও হয়নি।

তবে রিপাবলিকান সিনেটর কেলি সেয়ার্টো আইনটির বিরোধিতা করে বলেছেন, "খারাপ লোকেরা মুখোশ পরে ধরা পড়া এড়াতে, আর ভালো লোকেরা মুখোশ পরে বেঁচে থাকার জন্য।" আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনেক সদস্যও দাবি করছেন, এতে তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখোশ ব্যবহারের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলা হয়েছে, অভিবাসন কর্মকর্তারা জনসমক্ষে এবং অনলাইনে ক্রমবর্ধমান হুমকি ও হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাই নিজেদের ও পরিবারের নিরাপত্তার জন্য পরিচয় গোপন করা জরুরি।

অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট নেতারা, কিছু রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সমালোচকরা বলছেন, মুখোশ ব্যবহার জনসাধারণের ভেতর ভীতি তৈরি করছে এবং এ প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত। এই প্রথম কোনো অঙ্গরাজ্যের আইনসভা এ ধরনের আইন পাস করল। তবে এটি ফেডারেল এজেন্টদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়।

মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো'র নতুন প্রচারণা কৌশল

শেষ পৃষ্ঠায় পর

করছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকেই। তাদের মতে মুসলিম ভোটারদের কাছে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী জোহরান মামদানীর জনপ্রিয়তা দেখে কুওমো মুসলিমদের সমর্থন আদায়ে এখন মসজিদ আর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা শুরু করছেন।

কুওমো বলেন, তাঁর দাদার ইতালি থেকে প্রায় একশো বছর আগে নিউইয়র্কে আসা আর পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আসা মুসলিম অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা একই। নির্বাচিত হলে মুসলিমরা নিউইয়র্কে যে সাফল্যের স্বপ্ন দেখছেন, তা তিনি নিশ্চিত করবেন।

তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জোহরান মামদানির প্রতি পরোক্ষ ইঙ্গিত করে কুমো বলেন, ৫০ হাজার ডলারের কম আয় করা পরিবারগুলোর জন্য বাস ও সাবওয়ে বিনামূল্যে করবেন এবং ভাড়ার খরচ কমাতে উদ্যোগ নেবেন। কুওমোর ভাষায়, "অ্যাফোর্ডেবিলিটি আসলে নতুন শব্দ, কিন্তু পুরোনো সমস্যা মধ্যবিত্ত ও কর্মজীবী পরিবারগুলো তীব্র অর্থনৈতিক চাপে আছে।"

ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে মামদানির কাছে হেরে যাওয়ার পর স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মামদানীর জনপ্রিয়তার কাছে পিছিয়ে থ াকায় কুওমো আরও সরাসরি প্রচার কৌশল নিচ্ছেন। তবে সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাঁর অবস্থান মামদানি, রিপাবলিকান কার্টিস স্লিওয়া এবং বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের চেয়েও পিছিয়ে।

মসজিদের নেতা মামাদু দিয়ালো বলেন, প্রার্থীরা মসজিদে আসছেন, এটা স্বাভাবিক, মুসলিম নিউইয়র্কাররা তাদের কথা, দাবি প্রার্থীদের কাছে তুলে ধরতে জান। তিনি আশা করেন, নির্বাচিত হলে কুমো আবার ফিরে এসে আবাসন ও অপরাধ নিয়ে মুসলিমদের উদ্বেগের জবাব দেবেন।

তরুণ মুসল্লিদের কেউ কেউ তাঁর হঠাৎ মসজিদে আসাকে নিছক নির্বাচনী কৌশল হিসেবে দেখছেন। এক তরুণ বলেন, আমাদের নতুন ভাবনা ও নতুন নেতৃত্ব দরকার।"

অন্যদিকে জোহরান মামদানি, যিনি নিজেই মুসলিম, বহুবার এ মসজিদে গিয়েছেন এবং প্রাইমারিতে মুসলিম ভোটারদের ঘনিষ্ঠ করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে ইসরায়েলের গাজা অভিযান সমালোচনা করেছেন এবং সিটির অধিকাংশ ইহুদি সম্প্রদায়ের সমর্থনও পেয়েছেন।

তালিকাভুক্ত হওয়া ইমাম আহমেদ আলি বলেছেন, তিনি এখনো নিশ্চিত নন কাকে সমর্থন করবেন। তবে তিনি মনে করেন, মামদানির উত্থান মুসলিম ভোটের গুরুত্বকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তাঁর ভাষায়, "মানুষ এখন বলবে মুসলিম ভোট গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শহরে আমাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে পারব।"

মিলেছে দুই পুলিশের অপরাধের প্রমাণ !

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দু'মিনিটের মধ্যেই তাঁকে পাঁচটি গুলি করে। ওই দুই এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এমন প্রামাণ পাওয়া গেছে।

তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রমাণাদি নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছে সংস্থাটি। অভিযুক্ত দুই কর্মকর্তা সালভাতোরে অ্যালোনজি ও ম্যাথিউ সিয়ানফ্রোকো'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। এদিকে এ ঘটনায় নিউইয়র্ক স্টেট এটর্নী জেনারেলের দপ্তরে আরেকটি তদন্ত চলমান রয়েছে।

মর্মান্তিক এ ঘটনার পর প্রকাশিত বডি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখা যায়, রোজারিওর মা ছেলেকে রক্ষার চেষ্টা করছেন, আর তাঁর ভাই পুলিশকে অনুরোধ করছেন যেন মাকে গুলি না করা হয়। কিন্তু পুলিশ দ্রুত সময়ের মধ্যে রোজারিওকে গুলি করে। ওই ঘটনায় পুরো নিউইয়র্কজুড়ে কমিউনিটিতে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিলো

সিসিআরবি মোট আটটি অভিযোগ প্রমাণিত করেছে–প্রতিটি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চারটি করে। এর ফলে তাঁদের বিভাগীয় শাস্তির মুখে পড়তে হবে। যদিও শেষ সিদ্ধান্ত এখন এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশের হাতে, আর অতীতে এ ধরনের ঘটনায় সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে কর্মকর্তাদের কেবল কিছু ছুটির দিন কাটা হয়েছে।

রোজারিওর মা নোতান ইভা কস্তা বলেছেন, "অবশেষে একটা স্বীকৃতি পেলাম যে উইনের জীবন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অ্যালোনজি ও সিয়ানফ্রোকো বিপজ্জনক। এই সিদ্ধান্ত আমাদের কিছুটা সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু মেয়র এরিক অ্যাডামস ও কমিশনার টিশ এখনো আমাদের কথা শুনতে চাননি, আর অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসও কোনো অভিযোগ আনেননি।"

তিনি যোগ করেন, "আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যাতে এই দুই কর্মকর্তা যত দ্রুত সম্ভব চাকরি হারান, আর কোনো নিরীহ নিউইয়র্কারের ক্ষতি করার সুযোগ না পান।"

আইনজীবী ও পুলিশ সংস্কারকর্মীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এনওয়াইপিডি শৃঙ্খলাবিধির প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করবে, যেমনটি অন্যান্য আলোচিত ঘটনায় হয়েছে।

জাস্টিস কমিটির নির্বাহী পরিচালক লয়দা কোলন বলেন,"এই সিদ্ধান্তই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু এতদিনে তাঁদের বরখাস্ত করা উচিত ছিল।"

রোজারিওর পরিবার ইতিমধ্যে ফেডারেল আদালতে মামলা করেছে, যেখানে বলা হয়েছে পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং পরে পরিবারকে আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ ও চাপ প্রয়োগ করেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, উইন রোজারিও নিজেই মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা চেয়ে ৯১১ নম্বরে ফোন করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ জোরে চিৎকার ও আক্রমণাত্মক আচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তোলে।

বডি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, রোজারিও রান্নাঘর থেকে কাঁচি বের করলে অ্যালোনজি প্রথমে টেজার ব্যবহার করেন। মা কাঁচি সরিয়ে অনুরোধ করেন যেন গুলি না করা হয়। পরে রোজারিও আবার কাঁচি হাতে নিলে সিয়ানফ্রোকো প্রথমে হাতে গুলি করেন, তারপর চার দফায় গুলি চালিয়ে তাঁর বুক লক্ষ্য করে আঘাত করেন।

গুলিবর্ষণের পরও পুলিশ তাঁকে হাতকড়া পরায়, তারপর সিপিআর শুরু করে। মা ও ভাইকে আলাদা করে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তিন দিন ধরে তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

মেয়র এরিক অ্যাডামস কেবল ভিডিও প্রকাশের পর এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছিলেন। তবে রোজারিওর পরিবার ও বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অভিযোগ করছেন, তিনি তাঁদের অনুরোধ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ করেননি।

অন্যদিকে, এনওয়াইপিডি কর্মকর্তাদের ইউনিয়ন বলেছে, "কঠিন পরিস্থিতিতে কর্মকর্তারা ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের 'স্পিলিট-সেকন্ডে' সিদ্ধান্তকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।"

কিন্তু সাবেক কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ বলছেন, পুলিশ আরও সময় নিয়ে বিকল্প পদ্ধতিতে পরিস্থিতি শান্ত করা সম্ভব ছিল।

অবশেষে মামদানিকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাগাভাগি করেন। তিনি আরও লিখেছেন, "আমি দেখেছি একজন নেতা যিনি নিউইয়র্ক সিটিকে সবার জন্য সাশ্রয়ী করতে চান যা আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি।"

হোকুল জোর দিয়ে বলেন, তিনি এমন প্রার্থীকে সমর্থন দিতে চেয়েছেন যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এজেন্ডার কাছে এক ইঞ্চিও ছাড় দেবেন না। তাদের আলোচনায় নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ, ইহুদি বিদ্বেষবিরোধী লড়াই এবং শহরে ব্যবসা ধরে রাখা ও নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার বিষয়ও উঠে এসেছে। তিনি যোগ করেন, "সব বিষয়ে আমাদের একমত না হলেও আমি আত্মবিশ্বাসী যে মামদানি সাহস, জরুরি উদ্যোগ ও আশাবাদ দিয়ে নিউইয়র্ক সিটিকে এই কঠিন সময় পার করে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।"

সমর্থন পাওয়ার পর মামদানি এক বিবৃতিতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "আমি গভর্নরের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে চাই, যাতে নিউইয়র্কবাসীর পকেটে আরও অর্থ ফেরানো যায়, এবং এমন এক নিরাপদ ও শক্তিশালী শহর গড়া যায় যেখানে কেউ শুধুমাত্র সংসার চালানোর খরচ সামলাতে না পেরে শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য না হয়।"

রঙিন বাড়ির আড়ালে এক বাঙালির মিলিয়ন ডলারের প্রতারণা !

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতারণার বিষয়টি কমিউনিটির লোকজনদের সামনে প্রকাশ্যে আসে। এ নিয়ে কমিউনিটিতে চলছে আলোচনা সমালোচনা ।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাড়ির মালিক রশিদুন বখারী, নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অভিবাসী সমাজের পরিচিত মুখ। ফেডারেল কোর্টে তিনি স্বীকার করেছেন, সম্পত্তি কেনাবেচার নামে অন্তত তিন বাংলাদেশি-আমেরিকানের কাছ থেকে এক মিলিয়নের বেশি ডলার হাতিয়ে নিয়েছেন। ২০২৪ সালের জুনে আদালতের বিচারক তাকে তিন বছরের বেশি কারাদণ্ড ও প্রায় ১৫ লাখ ডলার ফেরত দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে রাশিদুন কারাগারে আছেন। ২০২৮ সালে কারামুক্ত হবেন রশিদুন বখারী।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বখারী তাদের আস্থা অর্জন করেছিলেন দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক ও অভিন্ন সম্প্রদায়ের বন্ধন দেখিয়ে। কেউ বাড়ি কেনার স্বপ্নে, কেউ বিনিয়োগের আশায় তাকে অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের নথি বলছে, সেই অর্থ ব্যক্তিগত খরচ, মর্টগেজ ও এস্টোরিয়ার বাড়ি সংস্কারে ব্যয় করা হয়েছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে রাশিদুনের স্ত্রীর নামে থাকা এস্টোরিয়ার এ বাড়িটি ও জামাইকার আরেকটি বাড়ির ওপর লিয়েন বসিয়েছে। যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ আদায় নিশ্চিত করা যায়। তবে জাসমিন বখারী–যিনি এসব বাড়ির আইনি মালিক–তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ আনা হয়নি।

স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির আরও কয়েকজন দাবি করেছেন, তারাও একইভাবে প্রতারিত হয়েছেন। কিন্তু লজ্জা ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের ভয়ে অনেকেই প্রকাশ্যে আসতে চান না।

এদিকে এস্টোরিয়াসহ নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটি রাশিদুনের এমন প্রতারণার ঘটনা জানতে পেরে হতবাক হয়ে গেছেন ।

এস্টোরিয়ায় বসবাসরত একাধিক বাংলাদেশি বুধবার টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকাকে নাম প্রকাশ করার শর্তে জানান, রাশিদুন এই এলাকায় বেশ বিলাসী জীবনযাপন করে আসছেন । চলাফেরায় মনে হতো বিশাল ব্যবসায়ী। বাংলাদেশি হলেও উচ্চাভিলাষী মনোভাব পোষণ করতেন, তাই কমিউনিটির সাথে তেমন সম্পৃক্ত থাকতেন না। তাঁর মধ্যে এত প্রতারণা সেটি বিস্ময়কর মনে হচ্ছে । নিজ দেশের লোকদের অর্থ আত্মসাৎ করে নিজের বিলাসী বাড়ি গাড়ি করেছেন। আমেরিকার মতো দেশে প্রতারণা করে একদিন ধরা পড়তে হয়, রাশিদুন এর উদাহরণ।

তারা আরো জানান, নিউইয়র্ক তথা পুরো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিরা অনেক সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বশীল স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন । যেটি বাংলাদেশের ও এখানকার কমিউনিটির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু রাশিদুনের মতো এরকম গোটা কয়েক বাংলাদেশির জালিয়াতির কারণে কমিউনিটিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এদেশে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আকিব হোসাইন

ম্যানেজার, মেডোব্রুক ফাইন্যান্সিয়াল মর্টগেজ ব্যাংকার্স করপোরেশন

কুইন্স বুলেভার্ড, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আলী হোসেন

সভাপতি, এ-এইচ ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মঈনুর রহমান সুয়েব

সাধারণ সম্পাদক, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন, ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



সোহেল গাজী

প্রেসিডেন্ট ফাইভ এস আর মাল্টি সার্ভিস কর্পোরেশন

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



এমদাদ রহমান তরফদার

সহ সাধারণ সম্পাদক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



কাওছার আহমেদ কয়েছ

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আহবাব চৌধুরী খোকন

লেখক ও রাজনীতিক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোঃ মনিরুজ্জামান

সিইওঃ এস এম প্রিন্টিং, ডাইভারসিটি প্লাজা, জ্যাকসন হাইটস

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আতাউর রহমান সেলিম

সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মইনুল হক চৌধুরী

সম্মানিত সদস্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী

সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

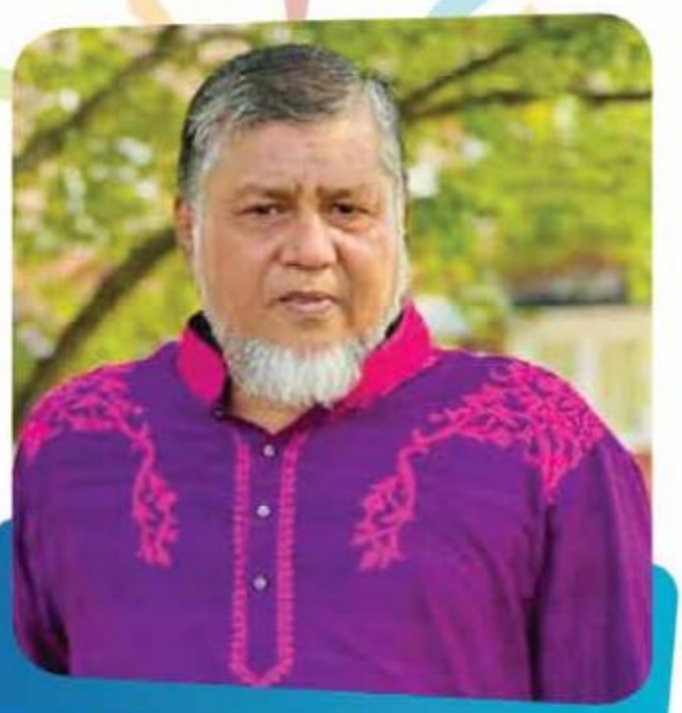
TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোঃ হোসেন আহমদ

সম্মানিত সদস্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

TiME television

দর্শক নন্দিত

এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



কাজী ফৌজিয়া

অর্গানাইজিং ডিরেক্টর, ড্রাম বিটস

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

TiME television

দর্শক নন্দিত

The Weekly Bangla Patrika বাংলা পত্রিকা

এর ১২ বর্ষে

এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা





রাজা মিয়া তালুকদার

সভাপতি

ভাটেরা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্

হারুনুর রশীদ তালুকদার

সাধারণ সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



শামসুদ্দিন আজাদ

সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোহাম্মদ এনাম উদ্দিন

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



আতিকুল হক আহাদ

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও রাজনীতিক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



কয়েছ আহমেদ

প্রেসিডেন্ট, ওয়েস্টসাইড ফ্রেম শপ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



মোঃ আলমগীর হোসেন

কর্ণধার: বিডি অটো রিপিয়ার এন্ড কলিসন

৪৩-৩১ ৩৬তম স্ট্রিট, লং আইল্যান্ড সিটি, নিউইয়র্ক ১১১০১

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



রুবেল আহমেদ

সম্মানিত সদস্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



চমন উদ্দিন

কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

Aalif

Pharmacy

Free Home Delivery

183-14 Jamaica Avenue,
Hollis, NY 11423

Phone: 718-701-3000 Fax: 212-362-2600

Email: pharmacy@aalif.org

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা

এর ১২ বর্ষে পদার্পণে এর ৩০ বর্ষে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা





সোহেল আহমদ
সভাপতি
এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্

মোঃ জাবেদ উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



সাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী

সাবেক সভাপতি, কুলাউড়া বাংলাদেশি এসোসিয়েশন ইউএসএ

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির

দর্শক নন্দিত

TiME television এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



হাজী আব্দুর রহমান

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও কমিউনিটি এক্টিভিস্ট

বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ২ নভেম্বর





১২-এর পৃষ্ঠায় পর

কমিউনিটিতে অবদান রাখা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মোহাম্মদ আলী বলেন, সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ হলো একটি স্মারকগ্রন্থ (স্মরণিকা) প্রকাশনা। এটি কেবল একটি বই হবে না; বরং হবে আমাদের অর্ধশতাব্দীর যাত্রাপথের একটি জীবন্ত দলিল। এতে লিপিবদ্ধ হবে বাংলাদেশ সোসাইটির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, সাফল্য, এবং প্রবাসীদের গল্প। স্মরণিকায় যারা লেখা দিতে আগ্রহী তারা অবশ্যই আগামী ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সোসাইটির ইমেইলে মূল্যবান লেখাটি পাঠাতে অনুরোধ জানান।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ আলী আরো বলেন, সুবর্ণজয়ন্তী শুধু অতীত উদযাপন নয়, এটি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের জন্য এটি হবে একটি স্থায়ী ঠিকানা যেখানে তারা একত্রিত হবে, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, এবং বাংলাদেশি পরিচয়ের শেকড়কে আরও দৃঢ় করবে। সুবর্ণজয়ন্তীর মহা-উদযাপন এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে নতুন মাত্রা যোগ করবে। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উল্লেখ্য, সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন ভবন কার বা কোন নামে হবে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভুইয়ার পাল্টা প্রশ্নে (সাংবাদিকরা এমন প্রশ্ন করতে পারেন কি না? এটা কেমন সাংবাদিকতা?) উপস্থিত সাংবাদিকরা তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সংবাদ সম্মেলন স্থলে বাক-বিতন্ডা আর চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান সোটাইর ভবন সোসাইটির নামেই হবে ঘোষণা দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করে সোসাইটির কর্মকান্ডে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পুনঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- মৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- অন্যক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রুয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্লাটের ভাড়ারিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং প্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E. Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

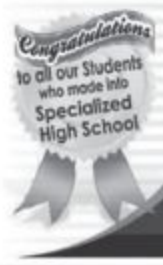
Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!



কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেডনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা নতুনভাবে বিনিয়োগ করতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিদেশের এসেসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের মাধ্যমে আমেরিকায় সহজে পাঠাতে পারেন।

দেশে কোন মোকদ্দমা সম্পত্তি/পরিবারের দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার ৫ বৈধভাবে সুবিধা নিতে পারেন এবং তুলনায় গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশন সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিলেশনশিপ্রেজেন্সসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আহ্বান রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, DCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1998789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





ফ্রি ডেলিভারী সুবিধা রয়েছে

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

☎ 212-691-4343

Em@il *seemagulianiesq@gmail.com*

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশকে ফের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার হুশিয়ারি ট্রাম্পের

শেষ পৃষ্ঠায় পর

অবস্থার মেয়াদ শেষ হওয়ায় স্থানীয় পুলিশ আর আইসকে সহযোগিতা করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় "অভিবাসন আইন বাস্তবায়ন পুলিশের কাজ নয়।"

ট্রাম্প অভিযোগ তার পোস্টে আরো লেখেন, ডেমোক্র্যাট নেতাদের চাপে বাউসার পিছু হটেছেন। তিনি বলেন"যদি এটি চলতে থাকে, অপরাধ ফের বেড়ে যাবে। আমি এটি হতে দেব না।"

আগস্টে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ চলাকালে অপরাধের হার কিছুটা কমেছিল বলে মেট্রোপলিটন পুলিশের পরিসংখ্যানে দেখা যায়। ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেখানে ২,৪২৫টি অপরাধের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছিল, এ বছর একই সময়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৯৭৯।

তবে ট্রাম্প আদৌ একতরফাভাবে নতুন করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। আগের ঘোষণার মেয়াদ বাড়াতে তাঁর কংগ্রেসের অনুমোদন দরকার হয়েছিল, কিন্তু কংগ্রেস সেই সময় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এদিকে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত হাউস ওভারসাইট কমিটি সম্প্রতি ট্রাম্পের মার্চ মাসের নির্বাহী আদেশকে আইনে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, যা ডিসির 'নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য পুনঃস্থাপনের' কথা বলে। বৃহস্পতিবার এই কমিটিতে মেয়র বাউসার, সিটি কাউন্সিল চেয়ারম্যান ফিল মেনডেলসন এবং ডিসির অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রায়ান শোয়াল্বের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে, ওয়াশিংটনের মতো মেমফিস, শিকাগো, নিউ অরলিন্স ও বাল্টিমোরেও সেনা মোতায়েনের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। জুনে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪ হাজার ন্যাশনাল গার্ড ও ৭০০ মেরিন পাঠান। তবে একটি ফেডারেল আদালত রায় দিয়েছে– এটি উনবিংশ শতাব্দীর এক আইন ভঙ্গ করেছে, যেখানে বেসামরিক আইন প্রয়োগে সেনা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নিউইয়র্কের মুসলিম ফর প্রগ্রেস'র পিকনিক সম্পন্ন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

টুগেদার ও পিকনিক সম্পন্ন হয়েছে। ইস্ট রিভার নদীর তীরে সবুজ ছায়াশীতল পার্কে আয়োজিত বনভোজনে দিনভর উপভোগ করেন আগত অতিথিবৃন্দ। আয়োজক বৃন্দরা বলেন এই ধরনের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য সবাই একত্রিত হয়ে বিভিন্ন কমিউনিটির কল্যাণে পরামর্শ মূলক আলোচনা করা যায়।

বিশেষ করে আগামীর নভেম্বরে নিউইয়র্ক সিটির ইলেকশনে মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির পক্ষে ভোটের প্রচারণার কাজ করার জন্য দিকনির্দেশনা মূলক পরামর্শ দেয়া হয়। বনভোজনে এস্টোরিয়া ডিসট্রিক্ট ৩৬ অ্যাসেম্বলী ওম্যান মেম্বার প্রার্থী মেরি জুবাইদা এবং ডিস্ট্রিক্ট ২৪ এসেম্বলি প্রার্থী মাহতাব খান বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন। মেরি জুবাইদা পিকনিকে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, কমিউনিটির সমস্যা সম্ভাবনা তুলে ধরে আগামীতে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটির প্রসারে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আগামী অ্যাসেম্বলী নির্বাচনে মেম্বার পদে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বনভোজনের মূল আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ধরনের খাবারের আয়োজন। পিকনিকের ছয়টি অর্গানাইজেশন হলো (বিএপিপি) এবং ড্রাম বিটস, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি, মালিকা, মুসলিম কমিউনিটি নেটওয়ার্ক, মুসভোট, মুসভোট, মুসলিম ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব, মুসলিম ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব এবং ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)



Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine

Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine

Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,

TLC/Motor Vehicle Exam,

মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

দেশের অর্থনীতির সংস্কারক ও সফল অর্থমন্ত্রী ছিলেন সাইফুর রহমান

শেষ পৃষ্ঠায় পর পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র গত ৮ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কসে আল আসকা রেষ্টোরেন্টে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মনজুর আহমদ চৌধুরী, উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরী বাংলাদেশ সোসাইটি সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, মৌলভীবাজার চেম্বার এন্ড কমার্সের সভাপতি সোহেব আহমদ, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, প্রাক্তন যুগ্ম আহবায়ক এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, লিয়াকত আলী, সুলতান মাহমুদুদ সিদ্দিকি উল্লাস এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ইমরান হোসেন চেয়ারম্যান ও বশির উদ্দিন। সংঠনের সভাপতি লায়েকুল হাসান তরফদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আহবাব চৌধুরী খোকন।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়েলী যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন মরহুম সাইফুর রহমানের নাতনি আমিরা রহমান, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আরিফুল হক চৌধুরী এবং হবিগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র ও বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গৌস। অনুষ্ঠানে সাইফুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি জাবেদ উদ্দিন ও বশির খান, জিল্লুর রহমান খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তপদির রায় বুরন, টিটু চৌধুরী, জুহেল খান, মতিউর রহমান চৌধুরী টুকু, খলিলুর রহমান, জাবেদ উদ্দিন, সৈয়দ ফয়সল, শামিম আহমেদ, গনি খান, লাল মিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী ও সদস্য মোহাম্মদ হোসেন আহমেদ, আবুল কালাম শিপু, সাইদ আহমেদ রিপন আহমেদ, মোহাম্মদ সানি, নিলু আহমেদ, মুসা খান, লিটন খান, জোবায়ের খান জুয়েল, জসিম আহমেদ, শাহীন আহমেদ, সাদিকুর খান, রুকন আহমেদ, সুলতান মাহমুদ উল্লাস, সাকিব আহমেদ, কয়েস আহমেদ, মশিউর রাহমান চৌধুরী টুকু, মুমিনুল ইসলাম সাপ্পি, মফজল চৌধুরী সজীব প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা মরহুম এম সাইফুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি সারা জীবন লালন করেছেন। তিনি দলীয় রাজনীতি করলেও বৃহত্তর সিলেট সহ দেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। যে কারণে দেশের মানুষ আরো তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

বক্তারা বলেন, সাইফুর রহমান ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক সৎ রাজনীতিবিদ। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন। বিএনপি সরকারের সময় দেশের সাহায্যনির্ভর অর্থনীতিকে তিনি শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে চালু করেন ভ্যাট আইন। সব মিলিয়ে সাইফুর রহমান ছিলেন দেশের প্রথম অর্থনীতির সংস্কারক। ছিলেন সফল অর্থমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে সাইফুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা হাফিজ এবাদুর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়সঃ ২৭, উচ্চতাঃ ৫'৮", কমপ্লেক্সশনঃ উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগঃ
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃসম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুম-মর বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব। ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

বাসা ভাড়াঃ
এলমহার্স্ট হাসপাতালের কাছে ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন কর্মজীবী মহিলার কাছে বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৪৪৬-২৭৫০, ৩৪৭-৬৭১-৫০৯৪.

বাসা ভাড়াঃ
Basement for rent (1 to 2 people max), con-sists of 1 bedroom and 1 living room with newly ren-ovated kitchen, located near Sayres Avenue 111-36 177th Street Jamaica, NY 11433. Please call 917-326-1370.

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE
Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT
New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক
আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent
3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent
1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets ceiling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

বানিয়ে সংশ্লিস্টদের প্রেরণ করলে তারা নিজ নিজ ফেসবুকে পোষ্ট করবেন। হলোও তাই। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সর্বস্তরের প্রবাসীর ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে টাইম টেলিভিশনের শুভেচ্ছা কার্ড। পাশাপাশি অনেকেই বাংলা পত্রিকার জন্য শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা গেলো এসব শুভেচ্ছা কার্ড বা শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন বানাতে গিয়ে অনেকেরই ভালো ছবি পাওয়া শুধু দুষ্কর নয়, দুর্লভও হয়ে উঠলো। অথচ সবার ফেসবুকে রং বে রং এর শত শত ছবি। ভালো অফিসিয়াল ছবি নেই বললেই চলে। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার দুই সহকর্মীর ঘাম বেড়িয়ে গেলো। যাই হোক অবশেষে কাজ হয়েছে। শুভেচ্ছা রইল বাংলা পত্রিকা আর টাইম টেলিভিশন'র বর্ষপূর্তীতে। হ্যাপি বার্থ ডে টু বাংলা পত্রিকা এন্ড টাইম টেলিভিশন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ লক্ষাধিক মানুষ বহিষ্কার হবেন!

শেষ পৃষ্ঠায় পর

আরও জানায়, এর ফলে দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি আগের পূর্বাভাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পাবে।

গত জুলাইয়ে কংগ্রেসে পাস হওয়া এবং ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত কর ও ব্যয়সংক্রান্ত আইনে আগামী চার বছরে গণ-নির্বাসনের জন্য প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ অর্থ সীমান্ত প্রাচীর সম্প্রসারণ, নতুন আটককেন্দ্র নির্মাণ এবং হাজার হাজার অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োগসহ নানা খাতে ব্যয় হবে। সিবিওর হিসেবে, এ উদ্যোগে প্রায় ২ লাখ ৯০ হাজার অভিবাসীকে জোরপূর্বক বহিষ্কার করা হতে পারে। আর অতিরিক্ত ৩০ হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

সিবিওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিবাসন হ্রাস এবং জন্মহার কমে যাওয়ার কারণে ২০৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা জানুয়ারিতে করা পূর্বাভাসের তুলনায় প্রায় ৪৫ লাখ কম হবে।

তাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৬ কোটি ৭০ লাখে। তবে সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, এসব পূর্বাভাস অত্যন্ত অনিশ্চিত।

কম অভিবাসন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও সরকারি বাজেটে প্রভাব ফেলতে পারে।

যদিও প্রতিবেদনে সরাসরি সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠী ২৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় কমে যাবে। এই শ্রেণিই শ্রমবাজারে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে।

ডেমোক্র্যাট নেতারা ইতিমধ্যেই সতর্ক করে বলেছেন, গণ-নির্বাসন অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং খাদ্যপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে।

অন্যদিকে হোয়াইট হাউস থেকে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে "বেবি বুম" দেখতে চান এবং নাগরিকদের বেশি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত করার নানা পরিকল্পনাও বিবেচনায় রয়েছে। তবে সিবিও জানিয়েছে, জন্মহার বৃদ্ধির কোনো লক্ষণ নেই।

বরং তাদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৩১ সাল থেকে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হবে যা আগের পূর্বাভাসের তুলনায় দুই বছর আগে শুরু হতে পারে।

শিবলী নোমানীর ইন্তেকাল

শেষ পৃষ্ঠায় পর

বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ শিবলী নোমানী আর নেই। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। শনিবার বিকেলে তিনি আকস্মিক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি একসময় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্ট পরিচালনা করতেন। তার ইন্তেকালে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

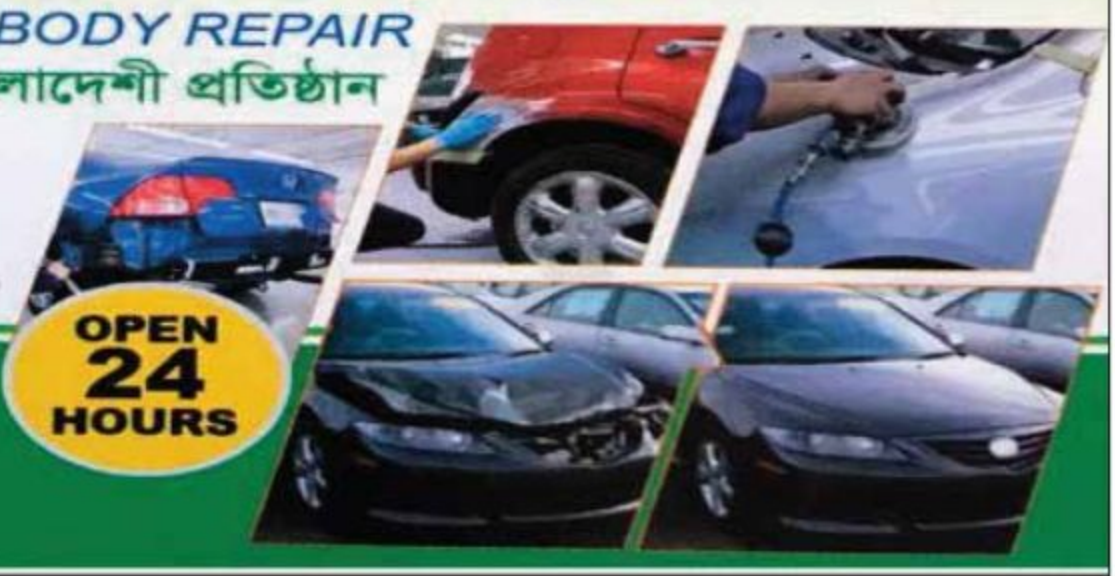
মরহুম শিবলী নোমানীর নাজাজে জানাজা রোববার বাদ মাগরিব, সন্ধ্যা ৭টায় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। তার মরদেহ সোমবার সকালে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়ার কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে জেএমসি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জানিয়েছেন।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.

COMPLETE BODY REPAIR

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Nur Bhai
President
718-551-1405



OPEN 24 HOURS

35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.



Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত



139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

• Primary Care • Annual Exam • Physical Checkup • TLC Test • Diabetes • Immigration • Cholesterol • EKG • • Spiro • PAP Smear • Pregnancy Test • Allergies • TB Test • Vaccinations • Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2658
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস



উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির দর্শক নন্দিত

TiME television

এর ১২ বর্ষে

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

এর ৩০ বর্ষে

পদার্পণে

প্রাণঢালা শুভেচ্ছা



এটর্নী মঈন চৌধুরী

ডিরেক্টর, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশন

Your Trusted Loan Officer For Life
Over 22 years experience

MORTGAGE BROKER/ OWNER
M. Kamal, CPA
Senior Loan Officer
NMLS#9560
718-415-5501
Your Top Mortgage Officer
"All Loans arranged through third party providers"
HOMECENTRAL CAPITAL
"If you don't call us, You're paying High Rates for sure!!"
www.HelloHomeCentral.com | 718-507-LOAN (5626) | Email: HomeCentralCapital@gmail.com
Home Central Capital, NMLS ID 2074023 | 148-45 Hillside Avenue, STE 201C, Jamaica, NY 11435

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ৫০ : সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫
ভাদ্র ৩১, ১৪৩২ রবিউল আউয়াল ২৩, ১৪৪৭
Vol. 29 : Issue 50 : September 15, 2925 USA
Free in NY, Other State $1

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে আপিল আদালতের রায়
৪ লক্ষাধিক অভিবাসীর সুরক্ষা বাতিল হচ্ছে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এবার বাইডেন প্রশাসনের মানবিক প্যারোলে আইনী সুরক্ষা ৪ লক্ষাধিক অভিবাসীর সুরক্ষা বাতিল করে বহিষ্কার করতে আর কোন আইনী বাধা থাকলোনা।

শুক্রবার এক ফেডারেল আপিল আদালত রায় দিয়েছে, যে ট্রাম্প প্রশাসন কিউবা, হাইতি, ৩৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ৩৬-এর প্রার্থী হিসেবে
মেরী জোবায়দার প্রার্থীতা ঘোষণা: ক্যাম্পেইনে সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬-এর আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বাংলাদেশী-আমেরিকান মেরী জোবায়দা। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট ডাচ কিলস পার্কে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশকে ফের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার হুশিয়ারি ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইমিগ্রেশন অভিযান নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি কর্তৃপক্ষ ও ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে ফের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

ট্রুথ সোশ্যালে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ওয়াশিংটন ডিসির পুলিশ যদি অভিবাসন অভিযানে সহযোগিতা না করে, তাহলে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ডিসির পুলিশকে ফের ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে নিবেন। জ

গত আগস্টে তিনি জরুরি অবস্থার ঘোষণা দিয়ে ৩০ দিনের জন্য ডিসি পুলিশ নিয়ন্ত্রণে নেন এবং ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেন।

এদিকে মেয়র মুরিয়েল বাউসার, ডিসিতে জরুরি ৫৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে মুসলিম ভোটারদের সমর্থন আদায়ে
মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো'র নতুন প্রচারণা কৌশল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো এবার মুসলিম ভোটারদের কাছে টানতে নতুন প্রচার কৌশলের পথে হাটছেন। তিনি প্রথমবারের মতো নির্বাচনী প্রচারণায় মসজিদে গিয়ে নিউইয়র্কবাসীর জন্য নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।



শুক্রবার ব্রঙ্কসের ফুতা ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে মুসল্লিদের সামনে অ্যান্ড্রু কুওমো বলেন, তিনি নির্বাচিত হলে সাশ্রয়ী আবাসন এবং বিনামূল্যে বাস ও সাবওয়ে ব্যবহারে সুবিধা বাস্তবায়ন করবেন। এছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি ও স্বপ্ন পূরণের প্রতিশ্রুতি দিবেন। তবে কুমোর হঠাৎ মসজিদে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়াকে নির্বাচনী কৌশল বলে মনে ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ওজন পার্কে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত উইন রোজারিও হত্যা
মিলেছে দুই পুলিশের অপরাধের প্রমাণ!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ওজন পার্কে নিজ বাসায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত কিশোর উইন রোজারিও নিহতের ঘটনায় দুই এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সিটির পুলিশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে জানিয়েছে, উনিশ বছরের উইন রোজারিও মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে ভুগছিলেন। ২০২৪ সালের মার্চে ৯১১ এ কল পেয়ে ওজন পার্কের রোজারিওর বাসায় ওই দুই পুলিশ ঢুকে মাত্র ৩২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



নিউইয়র্কে উৎসবমুখর পরিবেশে '৮৬ ব্যাচে'র পুনর্মিলনী

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রস্থ এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬ এর পুন র্মিলনী ও বনভোজন। গত ৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কের মুসলিম ফর প্রগ্রেস'র পিকনিক সম্পন্ন

নিউইয়র্ক: মুসলিম ফর প্রগ্রেস (এমএফপি) এর আয়োজনে গত ১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া পার্কে ছয়টি অর্গানাইজেশন স্বমন্বয়ে গেট ৫৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে সাইফুর রহমানের ১৬ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত
দেশের অর্থনীতির সংস্কারক ও সফল অর্থমন্ত্রী ছিলেন সাইফুর রহমান

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী নিউইয়র্কে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সাইফুর রহমান স্মৃতি ৫৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা
বাংলাদেশ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন ২ নভেম্বর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা সংগঠন' হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির তার প্রতিষ্ঠার ৫০ ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলাবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন প্রতিষ্ঠার মাস সেপ্টেম্বর। মিডিয়া দুটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর, শনি ও রোববার এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরের বলরুমে বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। মিডিয়া দুটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গেলো সপ্তাহে কমিউনিটির অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ফলে অফিসের সিদ্ধান্ত হলো সার ছবি দিয়ে শুভেচ্ছা কার্ড ৫৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩ লক্ষাধিক মানুষ বহিষ্কার হবেন!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাপক গণ-নির্বাসন পরিকল্পনা ও কঠোর অভিবাসন নীতির আগামী এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার মানুষকে বহিষ্কারের কারণ হবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেশনাল বাজেট অফিস (সিবিও)। বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সংস্থাটি ৫৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শিবলী নোমানীর ইন্তেকাল



নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক, ঢাকার আবাহনী লিমিটেড-এর সাবেক ক্রিকেট টিম ম্যানেজার, নিউইয়র্কে ৫৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Al - Aqsa
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল
PARTY HALL



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ইমিগ্রেশন ও ভিজানেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ ফোম • এসাইলাম ফোম • ফাইলিং ফিস • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে

Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিত।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com